সৌদি আরবে এক হাজার কোটি গাছ রোপণের পরিকল্পনা

সারে-জমিন

সারের কালোবাজারির শিকার এবার চাষি

রূপসী বাংলা

মধ্যপ্রাচ্যে একসঙ্গে অনেক সংকটের জন্ম হচ্ছে

সম্পাদকীয়

সাইকেলে দুয়ারে বিডিও, উঠোনে বসে সমাধান!

সাধারণ

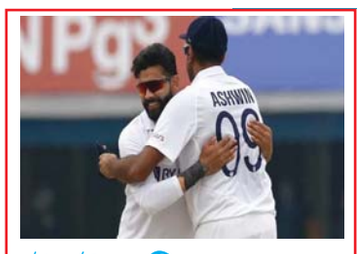

টেস্টে অশ্বিন-জাদেজা জুটির নতুন রেকর্ড

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২৬ জানুয়ারি, ২০২৪
১০ মাঘ ১৪৩০
১৩ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 26 ■ Daily APONZONE ■ 26 January 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

দেশের ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আজ 'আপনজন'-এর সব বিভাগে ছুটি। তাই শনিবার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। রবিবার যথারীতি 'আপনজন' প্রকাশিত হবে।

হিন্দু পক্ষের আইনজীবীর প্রকাশ্যে দাবি

জ্ঞানবাপি সমীক্ষা রিপোর্টে হিন্দু মন্দির থাকার 'উল্লেখ' আছে

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার সমীক্ষা রিপোর্ট পড়ে শোনানোর সময় হিন্দু পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন বলেছেন, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (এএসআই) সাম্প্রতিক রিপোর্টে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি বড় হিন্দু মন্দির কাঠামোর অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে জৈন বলেন, এএসআইয়ের সমীক্ষা বর্তমান কাঠামোর পূর্ববর্তী একটি বড় হিন্দু মন্দিরের উপস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে। গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার (জিপিআর) সমীক্ষা সহ এএসআই রিপোর্টে সাইটের ঐতিহাসিক স্তরগুলি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। জৈনের মতে, বর্তমান কাঠামোটি প্রাক-বিদ্যমান কাঠামোর উপর নির্মিত হয়েছে বলে মনে হয়। তিনি দাবি করেন, এএসআইয়ের অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে মসজিদে পরিবর্তন আনা হয়েছিল, সামান্য পরিবর্তন সহ স্তম্ভ এবং প্লাস্টার পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছিল। হিন্দু মন্দিরের কিছু স্তম্ভ নতুন কাঠামোতে ব্যবহারের জন্য কিছুটা সংশোধন করা হয়েছিল। এএসআইয়ের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে জৈন বলেন, স্তম্ভগুলিতে খোদাই করা। তাই সরানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। জৈনের দাবি, দেবনাগরী, তেলুগু, কন্নড় এবং অন্যান্য লিপিতে লেখা প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। এএসআই বলেছে যে সমীক্ষার সময়, বিদ্যমান এবং প্রাক-বিদ্যমান কাঠামোর উপর বেশ কয়েকটি শিলালিপি লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমান সমীক্ষার সময় মোট ৩৪টি শিলালিপি রেকর্ড করা হয়েছিল এবং ৩২টি স্ট্যাম্পযুক্ত পৃষ্ঠা নেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, এগুলি আসলে একটি পূর্ব-বিদ্যমান হিন্দু মন্দিরের পাথরে শিলালিপি যা বিদ্যমান কাঠামো নির্মাণ ও মেরামতের সময় পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে। জৈনের আরও দাবি, কাঠামোর পূর্ববর্তী শিলালিপিগুলির পুনঃব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে পূর্ববর্তী কাঠামোগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল এবং তাদের অংশগুলি বিদ্যমান কাঠামোর নির্মাণ মেরামতের জন্য পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছিল। এই শিলালিপিগুলিতে জনার্দন, রুদ্র এবং উমেশ্বরের মতো তিনটি দেবতার নাম পাওয়া যায়। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন জ্ঞানবাপি মসজিদ চত্বর নিয়ে এএসআইয়ের সমীক্ষা রিপোর্ট হিন্দু ও মুসলিম উভয় পক্ষকেই দিতে হবে বলে বারাণসীর একটি আদালত রায় দেওয়ার একদিন পরেই এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। গত বছর, এএসআই জ্ঞানবাপি চত্বরে একটি বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালিয়েছিল যে মসজিদটি কোনও হিন্দু মন্দিরের পূর্ব বিদ্যমান কাঠামোর উপর নির্মিত হয়েছিল কিনা। হিন্দু আবেদনকারীদের দাবি, সপ্তদশ শতাব্দীর মসজিদটি আগে থেকেই বিদ্যমান একটি মন্দিরের উপর নির্মিত হয়েছিল।

কোচবিহারে রোড শো করেই হঠাৎ দিল্লি গেলেন রাহুল

সাদ্দাম হোসেন ● কোচবিহার

আপনজন: ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা অসম থেকে কোচবিহারে প্রবেশ করার পর রাহুল গান্ধি এক রোড শো করার পরে হঠাৎই তিনি দিল্লি রওনা দিয়েছেন।
কংগ্রেস সূত্রে খবর, রাহুল গান্ধী আবার ২৮ জানুয়ারি অর্থাৎ রবিবার বাংলায় ফিরতে পারেন। সেক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের দুটি জেলা, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুর দুয়ারের একাংশ রাহুলের সফর থেকে বাদ পড়তে পারে।
রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো নয়া যাত্রা বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে আসাম সীমান্ত পেরিয়ে বাংলায় পৌঁছয়। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী, মহিলা কংগ্রেস নেতা পূজা রাই চৌধুরী, শুভঙ্কর সরকার, এআইসিসি সদস্য বিশ্বজিৎ সরকার এবং অন্যান্য নেতারা তাকে কোচবিহারের বুকশিরহাটে স্বাগত জানান। অধীর কর্তৃক একটি আনুষ্ঠানিক পতাকা হস্তান্তর অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। বুকশিরহাটে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকের পরে, রাহুল এবং তার সহকর্মীরা তুফানগঞ্জ যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি সোজা কোচবিহার শহরে চলে যান। বৃহস্পতিবার কোচবিহার সদর মহকুমার খাগড়াবাড়ি, মা ভাওয়ানি এলাকায় মিছিল করার কথা ছিল প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির। কিন্তু সময় কমাতে কোচবিহার শহর ও আশেপাশের এলাকা থেকে রেল গোমতী, মা ভাওয়ানি, সদর বাজার, রাজবাড়ি গেট, খাগড়াবাড়ি হয়ে রাজারহাট পর্যন্ত রোড শো করেন রাহুল। একটি তথাকথিত অরাজনৈতিক সংগঠনের লোকেরা খাগড়াবাড়িতে পোস্টার এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাহুল গান্ধির ন্যায় যাত্রার কাছে জড়ো হয়েছিল। পোস্টারে লেখা ছিল, 'বাংলার জন্য একা দিদিই যথেষ্ট।' কংগ্রেস দাবি করেছে এর পিছনে তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েকদিনে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি বাংলায় একাই নির্বাচনে লড়বেন।
রাহুল দুপুর ২টার কিছু আগে হাসিমারার ভারতীয় বিমান ঘাঁটি থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এআইসিসি সেক্রেটারি রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাহুল রবিবার সকাল ৮টায় আলিপুর দ্বারের ফালকাতায় পূর্ব-পরিকল্পিত শিবিরের জায়গায় পৌঁছাবেন। সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করবে তারা।
কংগ্রেসের একাংশের দাবি, সোনিয়া গান্ধীর আকস্মিক অসুস্থতায় রাহুলকে দিল্লি ফিরতে হয়েছে। তবে সোনিয়ার গুরুতর অসুস্থ হওয়ার কোনো খবর নেই।

ইন্ডিয়া জোট ভাঙার জন্য অধীরকেই দায়ী করলেন ডেরেক

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যে ভারতীয় জোট ভাঙার জন্য কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটের প্রধান অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে দায়ী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস (তৃণমূল)।
তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বৃহস্পতিবার বলেন, ভারতীয় জোটের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি ও অধীর রঞ্জন চৌধুরী।
ডেরেক বলেন, অধীর চৌধুরী বিজেপির ভাষায় কথা বলছেন।
জোট বাংলায় কাজ না করার তিনটি কারণ- অধীর চৌধুরী, অধীর চৌধুরী ও অধীর চৌধুরী।
অধীর রঞ্জন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কট্টর সমালোচক এবং কখনও কখনও তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে "সুবিধাবাদী" এবং "দালাল" বলে আক্রমণ করেছিলেন।
এ ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এই সপ্তাহের শুরুতে রিপোর্ট করেছিল যে কংগ্রেসের রাজ্য ইউনিট সর্বদা তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাদের নেতাদের ছাড় দেওয়ার অভিযোগ করেছে এবং বাংলায় মমতার দলকে তাদের পতনের প্রধান কারণ হিসাবে দেখছে।
অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রথমে তৃণমূলের সঙ্গে জোট গড়ার পক্ষে ছিলেন না, বামেদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন।
বাংলায় আসন ভাগাভাগি নিয়ে একাধিক দফায় আলোচনা হয়েছে কংগ্রেস ও তৃণমূলের। তবে ২০১৯ সালে ৪২টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টি আসন পাওয়া কংগ্রেস তৃণমূলের দেওয়া আসন সংখ্যা নিয়ে একমত হতে পারেনি।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুধবার বলেছিলেন যে কংগ্রেস "তার সমস্ত আসন সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করেছে" এবং এখন তৃণমূল কংগ্রেস ৪২ টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।
বিরোধের প্রথম লক্ষণটি সামনে আসে যখন তৃণমূল কংগ্রেসকে বাংলার ৪২টি আসনের মধ্যে মাত্র দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলে, অন্তত ৮-১০টি আসনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। ২০১৯ সালে বহরমপুর ও মালদহ দক্ষিণে জয়ী হয় কংগ্রেস।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলগুলির পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে আসন ভাগাভাগি করা হোক। তৃণমূল কংগ্রেস উল্লেখ করেছিল যে কংগ্রেস পাঁচ শতাংশেরও কম ভোট পেয়েছে এবং বিধানসভা নির্বাচনে একটি আসনও জিততে পারেনি।
উল্লেখ্য, বুধবার তৃণমূল কংগ্রেস ও আপ ইন্ডিয়া জোটে না থাকার ঘোষণা দিয়েছে।

প্রথম নজর

এনডিএ জোটে নীতীশ ফিরতে পারেন বলে জোর জল্পনা

আপনজন ডেস্ক: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও ইন্ডিয়া জোটের জোটসঙ্গী নীতীশ কুমার বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সে (এনডিএ) ফিরতে পারেন বলে জল্পনা চলছে। বৃহস্পতিবার বিজেপি সূত্রের বরাত দিয়ে ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, জোটে ফিরতে চাইলে জেডিইউ প্রধানকে শর্ত দিয়েছে গেরুয়া শিবির। আর সেই শর্তই নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে।
এদিকে, জনমত ও এক্সিট পোলের মাধ্যমে নির্বাচনের পূর্বাভাস দেওয়া জন কি বাত সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, নীতীশ কুমার এনডিএ-তে ফিরতে চলেছেন এবং বর্তমানে রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য আইনি বিকল্প খুঁজছেন।
সূত্রের খবর, ২৯ জানুয়ারি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় নীতীশ কুমার যোগ নাও দিতে পারেন।
পাশাপাশি কেন্দ্রে জায়গা পেতে পারেন নীতীশ কুমার। পাটনায় দফায় দফায় বৈঠক হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। টাইমস নাউ জানিয়েছে, জেডিইউ নেতারা নীতীশ কুমারের বাড়িতে বৈঠক করবেন, আরজেডি নেতারা লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়িতে পৃথক বৈঠক করছেন। সূত্রের খবর, বিজেপির শীর্ষ নেতাদেরও দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে এবং রাতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন সুশীল মোদী।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, একজন বিজেপি কর্মী হিসেবে আমি বলতে পারি, নীতীশ কুমারের জন্য আমাদের দলে ঢোকার দরজা বন্ধ। তিনি একজন অবিশ্বস্ত রাজনীতিবিদ। ভারতীয় জোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা নীতীশ কুমার দু'বছর আগে বিজেপি থেকে দলবদল করেন।
জেডিইউ নেতা কেসি ত্যাগী বৃহস্পতিবার বলেন, কর্পুরি ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেছেন নীতীশ কুমার।
সংবাদসংস্থা এএনআই-কে তিনি বলেন, নীতীশ কুমারজি কর্পুরি ঠাকুর যেভাবে তাঁর নিজের ছেলেকে বিধায়ক টিকিট দেননি, তার প্রশংসা করেছেন। কর্পুরি ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসাও করেন তিনি। সূত্রের খবর, এর আগে ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়কের পদ খারিজ করে দিয়েছিলেন নীতীশ কুমার। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় একাই লড়বে বলে ঘোষণা করায় ধাক্কা খেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো। এছাড়া পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পঞ্জাবে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোট করবে না আম আদমি পার্টি।

হালাল শংসাপত্র নিয়ে মাদানির বিরুদ্ধে যোগী সরকারের দমনমূলক পদক্ষেপে মানা কোর্টের

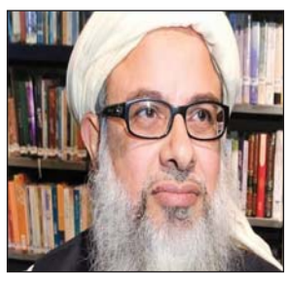

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য মাহমুদ মাদানি এবং জমিয়ত উলামা ই-হিন্দ হালাল ট্রাস্টের পদাধিকারীদের গত বছর উত্তরপ্রদেশে দায়ের হওয়া একটি ফৌজদারি মামলায় কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ থেকে রক্ষা করল সুপ্রিম কোর্ট।
বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চকে ট্রাস্টের তরফে আইনজীবী এম আর শামশাদ জানান, আবেদনকারী তদন্তে সহযোগিতা করছেন।
রাজ্য সরকার তদন্তের বিষয়ে ট্রাস্টের সভাপতি মাহমুদ মাদানির ব্যক্তিগত উপস্থিতি চেয়ে একটি নোটিশ জারি করেছে।
তিনি বলেন, মদনের উপস্থিতির কোনও প্রয়োজন ছিল না।
আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ২০২৩ সালের ১৭ নভেম্বর লখনউয়ের হজরতগঞ্জ থানায় দায়ের করা এফআইআরের বিষয়ে আবেদনকারী এবং পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে কোনও দমনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।
উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে জবাবদিহিও চেয়েছে বেঞ্চ।
ট্রাস্টটি দাবি করেছে যে এটি হালাল শংসাপত্রের জন্য একটি নিষ্কলঙ্ক খ্যাতি বহন করার জন্য বিশ্বব্যাপী এবং দেশের মধ্যে স্বীকৃত।
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হালাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং জমিয়ত উলেমা-ই-মহারাষ্ট্রের দায়ের করা দুটি পৃথক আবেদনের ভিত্তিতে আদালত ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নোটিশ জারি করেছে। ট্রাস্টটি দাবি করেছে যে এটি হালাল শংসাপত্রের জন্য একটি নিষ্কলঙ্ক খ্যাতি বহন করার জন্য বিশ্বব্যাপী এবং দেশের মধ্যে স্বীকৃত।
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হালাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং জমিয়ত উলেমা-ই-মহারাষ্ট্রের দায়ের করা দুটি পৃথক আবেদনের ভিত্তিতে আদালত ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নোটিশ জারি করেছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় সূচি পরিবর্তন নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা মাধ্যমিকের পরীক্ষার সময় পরিবর্তন করার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না তারা।
আদালতের পর্যবেক্ষণ, মাধ্যমিক পরীক্ষার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সকাল ১১.৪৫ থেকে ৯.৪৫ পর্যন্ত পরীক্ষার সময় পুনঃনির্ধারণের ফলে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রভাব পড়বে।
আদালত উল্লেখ করেছে যে রাজ্য এবং বোর্ডের আইনজীবীরা জমা দিয়েছেন, পরীক্ষার জন্য লজিস্টিক সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে কয়েক লক্ষ শিক্ষার্থী উপস্থিত হবে।
বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, এই পরিস্থিতিতে কোনও গোলমাল হলে তা পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি বলেন, এ কারণে এই আদালত সময় সূচি পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকছে।
পড়ুয়াদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করতে বোর্ড ও রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সব জেলায় পরীক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক হেল্পলাইন চালু করতে বোর্ডকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যদি কোনও পড়ুয়া পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তবে শিক্ষার্থী যাতে সময়মতো কেন্দ্রে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করার জন্য বোর্ড ব্যবস্থা নেবে।
আদালত আগামী বুধবার বোর্ডকে একটি সম্মতি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছে। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে অনুসৃত সময়সূচি ফিরিয়ে আনার আর্জি জানিয়ে আবেদনকারী বলেন, পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের জন্য বোর্ড কোনও কারণ উল্লেখ করেনি।
আবেদনকারী শিক্ষক আরও বলেন, সময়ের অগ্রগতির প্রভাব পড়বে পরীক্ষার্থীদের ওপর।
এছাড়া ছাত্র সংগঠন এসআইও-র পূর্ব সময় রাখার আর্জি জানিয়েছে।

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

স্টল নং ৪৬৬

(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
www.aponzonepatrika.com

আপনজন পাবলিকেশন

৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

প্রথম নজর

বিদায় অনুষ্ঠান ঘিরে রণক্ষেত্র বিদ্যালয়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদহের রতুয়া ১ ব্লকের ভাদো বিএসবি হাইস্কুলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠান নিয়ে, প্রথমে ছাত্রদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের বচসা হয়। অভিযোগ তারপরে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মুজিবুর রহমান যিনি ভাদো অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ও সভাপতি পদে রয়েছেন, তিনি ছাত্রদের মারধর করেন। তারপরে উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি। এই মুহূর্তে স্কুল চত্বরে রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ পড়ুয়াদের। পুলিশের সঙ্গে কার্যতা বচসা এবং খন্ড যুদ্ধ চলছে স্কুল পড়ুয়াদের।

ফের বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন সামশেরগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফের বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন। এবার সামসেরগঞ্জের চাচন্ড অঞ্চলে সিপিআইএমে ভাঙ্গন ধরালো তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সকালে হাতে পতাকা নিয়ে সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন সামসেরগঞ্জের চাচন্ড অঞ্চলের যাদবনগর গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিআইইমের প্রতীকে জয়ী সদস্য মেরিনা বিবি। এদিন তার স্বামী হাবিল সেখও তৃণমূলে যোগ দেন। নবাগতদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি তথা সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন চাচন্ড অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মুলতান আলি, গোলাপ হোসেন, ব্লক যুব তৃণমূল সহ সভাপতি তৌফিক সোহেল প্রমুখ।

রাজশাহী থেকে

আপনজন: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে বহরমপুর এলে তাঁকে বহরমপুর স্টেশনে স্বাগত জানান চাতক সম্পাদক শেখ মফেজুল ।

সারের কালোবাজারির শিকার এবার চাষি, ফসল পুরো বরবাদ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: স্যারের কালোবাজারির শিকারে এবার চাষের সবটুকু হারালেন কৃষকরা, অসহায় হয়ে দ্বারস্থ বিডিও অফিসে ।

বাঁকুড়া জেলা পাত্রসায়ের ব্লকের ঘোড়াডাঙ্গা গ্রামের বেশ কিছু কৃষকের প্রায় ৮০ থেকে ১০০ বিঘে আলুর জমি নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা, কৃষকদের অভিযোগ আলু গাছের বয়স ৬০ দিন হয়ে গেলেও গাছের কোন গ্রোথ হয়নি, গাছে নেই বড় আলু, যেখানে ৬০ দিনে প্রায় আলু ভাঙ্গার মত পরিস্থিতি হয়ে যায়। অভিযোগ এই সমস্ত কৃষকরা ঘোড়াডাঙ্গারী স্থানীয় এক যুবক ধনঞ্জয় বাগদির কাছ থেকে রাসায়নিক সার ক্রয় করেছিলেন, যদিও ধনঞ্জয় বাগদি কৃষকদের সার দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। আর সেই সার প্রয়োগের ফলেই আলুর এই দশা হয়েছে, ফলে চরম সমস্যায় পড়েছে এলাকার কৃষকরা, তারা জানাচ্ছেন বারে বারে অকাল বৃষ্টিতে সমস্যা পড়তে হয়েছিল তাদের, তার ওপর স্যারের এই সমস্যার ফলে চরম ভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের, কারণ মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন তারা, এমন কি বেশ কয়েকজন কৃষক রয়েছে যারা ভাগ চাষী। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ওই কৃষকরা কিছু আলু গাছ ও ব্যবহার করা রাসায়নিক সার নিয়ে দ্বারস্থ হয় বিডিও, এডিও এবং পাত্রসায়ের থানায়। অভিযোগ জানানো হয় বিভিন্ন দপ্তরে। সমগ্র বিষয় নিয়ে ধনঞ্জয় বাগদি অস্বীকার করে জানান তিনি কোন সারের ব্যবসা করেননি, তিনি কাউকে সার দেননি, তাকে ফাঁসানোর চক্রান্ত চলছে, পাত্রসায়ের ব্লকের বিডিও জানান কৃষকরা তার কাছে অভিযোগ করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করে যদি অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় তবে নির্দিষ্ট মামলায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এমনকি যদি কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হয় সেই বিষয়টাও দেখা হবে।

জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন কেশপুরে

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: ২৫ শে জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের ভোট পরিচালনা যে সাংবিধানিক সংস্থা করে থাকে _ নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস” জাতীয় ভোটার দিবস “ হিসেবে গোটা দেশের সাথে কেশপুর ব্লকেও পালিত হল।

এ দিন কেশপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কৌশিশ রায়, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমিক সিংহ, প্রসেনজিৎ নন্দী, কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গরাই এর উপস্থিতিতে দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয়।

জাতীয় ভোটার দিবসে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার শপথ নেয় নতুন ভোটার সহ ছাত্রছাত্রীসহ কেশপুর ব্লকের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক সহ কর্মী, সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরে আসা সাধারণ জনগণ ও।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ব্লকে জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কুইজ, প্রবন্ধ, স্লোগান, বসে আঁকো প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের ও পুরস্কৃত করা হয়। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী রুকসার ইয়াসমিন জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে সফল হওয়ায় ব্লকজুড়ে খুশির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।

কেশপুর ব্লকের সমিতি এডুকেশন অফিসার দীপক দাস ও যুব আধিকারিক পূর্ণেন্দু ঘোষ জানান যে,” সারাবছর জুড়ে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প ও পালনীয় দিন নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে কেশপুর ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও সাফল্য আমাদের খুশি করে। আমরা চাই আরো বেশি সংখ্যক অংশগ্রহণ করুক এমন সব অনুষ্ঠানে।”

জাতীয় ভোটার দিবস নিয়ে কুইজ উপস্থাপনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক তথা কুইজ মাস্টার স্নেহাশিস চৌধুরী।

তরুণদের সচেতন করতে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত মুর্শিদাবাদে

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: তরুণ ভোটারদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এবারো ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস দিনটি পালিত হচ্ছে দেশজুড়ে। সেই উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জেলাশাসক অফিস থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মাধ্যমে মানুষের কাছে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক রাজর্ষি মৈত্র অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরা। শোভাযাত্রার শেষে কালেক্টরেট ক্লাবের পেক্ষাগৃহে একটি আলোচনা সভা করা হয়। অতিথি বরন, প্রদীপ প্রজ্বলন ও

উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। জেলা শাষক জানান আঠারো বছর হলেই সে ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হয়। প্রতিটি ভোট মুল্যবান। এই সচেতনতার বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি খড়গ্রাম সহ মুর্শিদাবাদের একাধিক ব্লকে জাতীয় ভোটার দিবস কর্মসূচী পালিত হয়। খড়গ্রাম ব্লকের রবীন্দ্রভবনে নতুন ভোটার ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও মিলনী দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু আকতারা বিবি প্রমুখ।

দৃষ্টিশক্তিহীন অসহায় বৃদ্ধ ‘টাকা’ দিতে না পারায় মেলেনি শংসাপত্র, ভাতা, ঘরও

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: স্বামী চোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছে প্রায় ১৫ বছর আগে।লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে কোনক্রমে সংসার চালাচ্ছেন স্ত্রী।যত দিন যাচ্ছে অভাবের অন্ধকার গ্রাস করছে পরিবারকে।সাত বছর আগে ২০১৭ সালের বন্যায় মাটির ঘর ভেঙে যাওয়ার পর কোন মতে পাটকাঠির বেড়া দিয়ে পলিথিন টাঙিয়ে বসবাস করছেন।কিন্তু আবাস যোজনার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তারা ঘর পাননি। মেলে না বার্ধক্য ভাতা।দৃষ্টিশক্তিহীন স্বামীর জন্য বিশেষ ভাবে সক্ষমদের সার্টিফিকেট আবেদন করেও পাননি। সার্টিফিকেটের জন্য তিন হাজার টাকা দাবি করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু সেই টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই অভাবী ওই অভাবী পরিবারটির।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা বিশুয়া

দাস (৬৬)। ১৫ বছর আগে অসুস্থতা জনিত কারণে সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি হারান। এর পূর্বে অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করতেন। বিশুয়া বাবুর অন্ধত্বের পর থেকে স্ত্রী কুশমি দাস (৫০) লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে কোনোক্রমে সংসার চালান। লোকের বাড়িতে কাজ করেই কোন মতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বয়সের ভারে কুশমিও এখন সেই ভাবে কাজ করতে পারেন না। ছেলে বলরাম দাস মহেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র।এই মুহূর্তে অভাবের অন্ধকার ব্যাপক ভাবে গ্রাস করেছে বিশুয়া দাসের পরিবারকে। অর্থাভাব,খাদ্যাভাব এমনকি থাকার জায়গাটুকুও ঠিক নেই। বিশুয়া দাসের স্ত্রী কুশমি দাস জানান, ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় মাটির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারপর থেকে আর দেওয়াল নেই। পাটকাঠির বেড়া এবং পলিথিন দিয়ে কোন ভাবে থাকছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের জন্য আবেদন করেও মেলেনি। বিশুয়া বাবু বিশেষ ভাবে সক্ষমদের সার্টিফিকেটের জন্য বারবার আবেদন করেছেন। কিন্তু অভিযোগ তিন হাজার টাকা চেয়েছিলেন এক ব্যক্তি। না দিতে পারায় সার্টিফিকেট হয়নি। বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করেছেন সেটাও মেলেনি। রেশন থেকে মেলে চাল।

আর স্থানীয় হাট বাজার থেকে বাজার শেষে পড়ে থাকা পচা শাক সবজি কুড়িয়ে এনে রান্না করে কোন মতে পেটে দেন। কিন্তু এই পরিবারের দিকে নজর পড়েনি জন-প্রতিনিধি বা প্রশাসনের।জেলা পরিষদের সদস্যা মার্জিনা খাতুন বিডিওকে বলে বয়স্ক ভাতা ও প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট তৈরি করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

প্রসূতি সহ শিশু মৃত্যুতে চাঞ্চল্য লালবাগে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে গত ২৩ শে জানুয়ারি মঙ্গলবার জিয়াগঞ্জ থানার বাধাল এলাকার এক প্রসূতি জেসমিন বিবি ভর্তি হন।

সেদিন রাতেই তার সিজার করা হয় এবং জন্মের পর থেকে শিশুর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হওয়ায় এসএনসিইউ তে রাখা হয়। পরে শিশুর মৃত্যু হলেও পরিবারকে জানানো হয়নি। বুধবার পরিবারকে বলা হয় সিজারের সময় কিছু একটা ত্রুটি হয়েছে সেটি সংশোধন করার জন্য আবারও অস্ত্রপচার করতে হবে। সেইমতো ওই দিনই বিকেল তিনটে নাগাদ আবারো অস্ত্রোপচার করা হয় সেই প্রসূতির। পরপর দু’দিনে দুবার অস্ত্রপাচারের কারনে তার মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। পরিবারের আরও অভিযোগ, অস্ত্র পচারের বেশ কয়েক ঘন্টা পর সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ তাদের জানানো হয় মৃত্যুর খবর।

তার পরেই বুধবার রাত থেকে হাসপাতাল চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের আত্মীয়রা।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে পরিবারের ক্ষোভে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনোরকম মুখ খোলেননি।

সঠিক তদন্ত করে হাসপাতাল এবং ডাক্তারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের আর্জি জানিয়ে মুর্শিদাবাদ থানা, হাসপাতাল সুপার এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠায় পুলিশ।

এই নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে বিভিন্ন রকম। কেউ কেউ বলেন, ‘হাসপাতালের ডাক্তাররা তাড়াহুড়োতে থাকেন, কখন তারা নিজেদের চেম্বারে যাবেন, তাই পাইকারী চিকিৎসা করেন তারা।’

জনসংযোগ কর্মসূচি সুতাহাটার নানা গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সুতাহাটা

আপনজন: রাজ্যের মানুষদের সরকারি সুবিধা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার ‘দুয়ারে সরকার’ প্রকল্প চালু করেছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত পাড়ায় সমস্যা সমাধান ও জন সংযোগ কর্মসূচি প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। নতুন ভাবে, নতুন বছরে ২০টি পরিষেবা ও স্থানীয় মানুষের অন্যান্য সমস্যার সমাধান নিয়ে ২০ জানুয়ারি থেকে চালু হয়েছে সমস্যা সমাধান চলবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকাবাসীদের একেবারে ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছেন পঞ্চায়েত প্রধান ও তার টিম অর্থাৎ পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা গন।প্রকল্প নিয়ে এলাকায় প্রচাল চালানো হচ্ছে মাইকিং করে নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত এলাকায় প্রধান-সহ পঞ্চায়েত কর্মীরা পৌঁছে যাচ্ছেন।সাধারণ মানুষ সেখানে গিয়ে তাঁদের নানা অভাব-অভিযোগের কথা জানাচ্ছেন। প্রধান নিজে কানে শুনছেন এলাকাবাসীদের নানা অভিযোগ। দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত হোড়খালী গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর, তাজপুর, দূর্বাবেড়িয়া, আতাফলা, বেগুনা বেড়িয়া উত্তর, ফিঙ্গা, পার্বতীপুর উত্তর বিভিন্ন গ্রামে সমস্যা সমাধান ও জন সংযোগ কর্মসূচী হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।এই কয়েকটি গ্রামে বিভিন্ন প্রকল্প মিলিয়ে প্রায় নতুন ৪০০টি আবেদন জমা পড়েছে,এক আধিকারিক বলেন সব থেকে বেশি আবেদন পড়েছে মৎস্যজীবী, স্বাস্থ্য সাথী,মানবিক ভ্রাতা ইত্যাদি। মানুষজন উপস্থিত হয়ে তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ফতেপুর গ্রামের সেক সামসুর আলম বলেন, বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাজকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন অঞ্চল প্রধান আঞ্জুমা বিবি।

ফাঁসিরঘাট পরিদর্শনে মাইনরিটি ভোকেশনাল বোর্ড-এর চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাইনরিটি ভোকেশনাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড-এর চেয়ারম্যান সাবির সিদ্ধার্থ গাফফার কোচবিহার শহরের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত ফাঁসিরঘাট পরিদর্শন করেন বৃহস্পতিবার। এ ব্যাপারে গতকাল বুধবার ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটির সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারী জানান, তার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সাবির সিদ্ধার্থ গাফফারের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় কোচবিহার শহরের সার্কিট হাউসে তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ সামিরুল ইসলামের কাছে ফাঁসির ঘাটে সড়ক সেতুর দাবিতে দাবি পত্র তুলে দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে।

সেদিনই জেলাশাসক বিশেষভাবে কমিটির সদস্যদের ডেকে নিয়ে সেতুর বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সেতুর দাবিতে বিভিন্ন সময় প্রদান করা কাগজ পত্রের প্রতিলিপি আজকে জমা করতে বলেন। সেতু আন্দোলন কমিটির আজকে কোচবিহার জেলা শাসকের কাছে বিভিন্ন কাগজ পত্রের প্রতিলিপি আবারো জমা করে। সেতুর দাবির গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষ নির্দেশে মাইনরিটি ভোকেশনাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এর

চেয়ারম্যান সাবির সিদ্ধার্থ গাফফার ফাঁসির ঘাট সরেজমিনে ঘুরে দেখে বিভিন্ন মানুষের মতামত শোনেন। ফাঁসিরঘাট পরিদর্শন করে সাবির সিদ্ধার্থ গাফফার বলেন, ‘ফাঁসিরঘাটে একটি সড়ক সেতু তৈরির দাবিতে আন্দোলন চলছে, সরেজমিনে ঘুরে দেখে মনে হল সেতুর দাবির পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। আমরা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে যথাযথ ভাবে তুলে ধরে এখানে একটি সড়ক সেতু তৈরি যাতে হয় সে বিষয়ে চেষ্টা চালাব।’ ফাঁসির ঘাট সেতু আন্দোলন কমিটির সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারী বলেন, ‘ইতিমধ্যেই ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরে ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং সেকশন রাজ্য সরকারের কাছে সেতু তৈরির জন্য সার্ভে রিপোর্ট পাঠিয়েছে বলে জেলা শাসক দপ্তর জানিয়েছে। সাংসদ সামিরুল ইসলাম ও সাবির সিদ্ধার্থ গাফফারর আমাদের জানান ফাঁসির ঘাটে সেতু যাতে তৈরি হয় তার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সরাসরি দাবি পত্র তুলে দিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। সাংসদ সামিরুল আরো আশ্বাস দেন আগামী ২৯ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহার সফরে এখানে সেতুর বিষয় নিয়ে ভালো কিছু শোনা পেতে পারে। আমরা আশাবাদী সেতু তৈরির ঘোষণা হবার ব্যাপারে।

সাবির সিদ্ধার্থ গাফফারে এেদিনের ফাঁসিরঘাট পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন ফাঁসির ঘাট সেতু আন্দোলন কমিটির সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারী, উপদেষ্টা ডা. সওকত আলী, সম্পাদক আইনজীবী মনিরুজ্জামান ব্যাপারী, সদস্য সাব্বির হোসেন, সম্রাট হক সহ, রাহুল হক সহ আরো অনেকে।

শুরু হল খণ্ডঘোষের কেশবপুর উৎসব

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● খণ্ডঘোষ

আপনজন: খণ্ডঘোষের কেশবপুরে শুরু হল তিনদিনের কেশবপুর উৎসব। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন জয়রাম বাটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধা নন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ। ছিলেন স্থানীয় প্রধান বিলকিস বেগম, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সইফুদ্দিন চৌধুরী ,খণ্ডঘোষ অঞ্চলের উপপ্রধান হাসানুজ্জামান সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বর্গরা। এই মঞ্চ থেকে স্বামী প্রবুদ্ধা নন্দ মহারাজ সম্প্রীতির বার্তা দেন তিনি বলেন, মেলাতে ছোট ছেলে বায়না করে চিনির তৈরি উট ,হাতি ও বিভিন্ন জন্তুর মূর্তির মত চিনির তৈরি উপাদান । সেখানে বাবার কাছে আবদার করে আমাকে উট টায় কিনে দিতে হবে ওটাই খাব। বাবা তখন বলে হাতিটা খা । ছেলে তখন বলে না আমি উটটাই খাব। কিন্তু যিনি কারিগর তিনি জানেন সব জন্তু গুলোই চিনির। মহারাজ আরো বলেন, তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়ান। তিনি শাবানা খাতুন নামে মহিলাকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার ডিগ্রী করতে সাহায্য সহযোগিতা করছেন। তার কাছে সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে মানুষ। মানুষের আলাদা কোনো পরিচয় হয় না। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নবীন চন্দ্র বাগ বলেন কিছু মানুষ রামের নামে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। রাম পুরুষোত্তম তিনি মর্যাদা পুরুষ তিনি ভালোবাসার কথা বলেছেন । তার নাম করে কিছু মানুষ মানুষের প্রতি অন্যায় অবিচার করছে ঘৃণা ছড়াচ্ছে সেটা কখনো কাম্য নয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খয়রাশোল থানা ও রেল পুলিশের বিশেষ হানা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সকাল থেকে সমগ্র দেশজুড়ে সরকারি বেসরকারি সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে নানান কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হবে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে এলাকায় নাশকতা মূলক ঘটনা এড়াতে এবং আগাম সতর্কতা অবলম্বন হিসেবে খয়রাশোল থানার উদ্যোগে এলাকা ব্যাপী বিশেষ অভিযান চালানো হয় বৃহস্পতিবার। এদিন খয়রাশোল থানার ওসি তপাই বিশ্বাসের নেতৃত্বে স্থানীয় থানার পুলিশ, সিউড়ী জি আর পি থানার ওসি সহ অন্ডাল আর পি এফ কর্মীদের নিয়ে খয়রাশোল থানা এলাকার মধ্যে অবস্থিত পাঁচড়া ও ভীমগড় রেলস্টেশন এবং সংলগ্ন এলাকা জুড়ে বিশেষ অভিযান চালান।সেই সাথে ভীমগড় রেলস্টেশন থেকে পাঁচড়া রেল স্টেশন পর্যন্ত রেলওয়ে ট্র্যাকেও তল্লাশি অভিযান চালানো হয় বলে সূত্রের খবর।উল্লেখ্য একদা ভীমগড় এলাকায় ফোনের টাওয়ার উড়িয়ে দেয় মাওবাদীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে।এমন নাশকতার নজির রয়েছে খয়রাশোল এলাকায়।

সম্প্রীতি উৎসব বাগনানে

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন:এসআইও বাগনান ব্লকের উদ্যোগে সন্তোষপুর শ্রী গৌরাঙ্গ বিদ্যাপীঠ কর্তৃক আয়োজিত‘বিশ্বনবী সাঃ স্মরণে সম্প্রীতি উৎসব’এ‘নৈতিকতার আধার: মুহাম্মদ সাঃ’এই বিষয়ের ওপর ক্যাম্পাস লেকচার প্রদান করলেন এসআইও পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্মানিত রাজ্য সম্পাদক আব্দুল ওয়াকিল। নবী সাঃ এর মহৎ জীবনীর ওপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইজাজুল মোল্লা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এসআইও রবিভাগ ইউনিটের সভাপতি মুহাম্মদ রাকিব।

প্রথম নজর

গোল্ডেন ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করল আরব আমিরাত

আপনজন ডেস্ক: সম্পদ কেনার মাধ্যমে গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।
আগের নিয়মে, সম্পদ (ফ্ল্যাট বা প্লট) কেনার মাধ্যমে এই ভিসা পেতে চাইলে তাদের সম্পদের মূল্যের ১ মিলিয়ন দিরহাম ডাউন পেমেন্ট (অগ্রীম) দেওয়ার বিধান ছিল।
নতুন নিয়মে রিয়েল স্টেট খাতের বিনিয়োগকারীদের এখন আর তা মানতে হবে না। এতে করে গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার পথ আরও সহজ হবে বলে মনে করছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।
বুধবার মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
খবরে বলা হয়েছে, যদি সম্পদের মূল্য ২ মিলিয়ন দিরহামের বেশি হয় এবং মালিকরা কিস্তি অথবা মর্গেজের মাধ্যমে সেটি কিনে থাকেন তাহলে তারাও ১০ বছর মেয়াদী গোল্ডেন ভিসার আবেদন করতে পারবেন। তারা সম্পদের মূল্যের কতটুকু পরিশোধ করেছেন, ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে সেটি আর বিবেচনা করা হবে না।
যারা কিস্তির মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় করবেন তারা শুধু ডেভেলপারের সঙ্গে চুক্তির কাগজ, ব্যাংকের কিস্তির কাগজ, পাসপোর্টের কপি এবং ছবি দিয়েই ভিসার আবেদন করতে পারবেন।
যে ব্যক্তিরা আরব আমিরাতের গোল্ডেন ভিসা পাবেন তারা চাইলে তাদের স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মাকে স্পন্সর করতে পারবেন। এর মাধ্যমে তার পরিবারের সদস্যরাও গোল্ডেন ভিসা পেতে পারেন।

গাজায় জাতিসংঘের আশ্রয় কেন্দ্রে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ৯

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে নির্মূলের লক্ষ্য নিয়ে অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল।
টানা সাড়ে তিন মাস ধরে চলা এই অভিযানে ইসরায়েলের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে গাজার প্রায় সব অবকাঠামো। তারা মসজিদ, গির্জা, স্কুল, হাসপাতাল, শরণার্থী শিবিরসহ বেসামরিক মানুষের বাড়ি-ঘর সব জায়গায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এবার দক্ষিণ গাজায় জাতিসংঘের আশ্রয় কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে কমপক্ষে ৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও বহু মানুষ।
বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিসে জাতিসংঘের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে ইসরায়েলি বাহিনীর গোলাবর্ষণের পর বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন বলে গাজায় ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের একটি সংস্থার প্রধান জানিয়েছেন।
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর ফিলিস্তিন রিফিউজিস ইন দ্য নিয়ার ইস্ট (ইউএনআরডব্লিউএ)-এর গাজার পরিচালক থমাস হোয়াইট বলেছেন, '৮০০ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন এমন একটি ভবনে ট্যাংকের দুটি গোলা আঘাত হেনেছে।
এই হামলায় ৯ জন নিহত এবং আরও ৭৫ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।'
এছাড়া বুধবার পৃথক এক পোস্টে হোয়াইট বলেছিলেন, বাস্তুচ্যুত বহু পরিবারের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আগুন লেগেছে।
আল জাজিরা বলছে, ইসরায়েলি এই হামলায় নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর জাতিসংঘের এই কর্মকর্তা বলেছেন, হামলার এই ঘটনায় সম্ভবত মানুষ 'গণ-হতাহত' হয়েছে।

সৌদি আরবে এক হাজার কোটি গাছ রোপণের পরিকল্পনা

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে মরুকরণ প্রতিরোধ ও গাছপালার আচ্ছাদন বাড়াতে এক হাজার কোটি বৃক্ষ রোপণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশটির সবুজ উদ্যোগের অংশ হিসেবে এরই মধ্যে মদিনা অঞ্চলে ১০ লাখের বেশি গাছ রোপণ করা হয়েছে। দেশটির ন্যাশনাল ওয়াটার কম্পানির তত্ত্বাবধানে বৃক্ষরোপণের এ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। সৌদি বার্তা সংস্থা সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
জানা যায়, দেশটিতে মরুকরণ রোধ, গাছপালা বৃদ্ধি, পরিবেশ সচেতনতা তৈরি ও পরিশোধনের পর বর্জ্য পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। ন্যাশনাল ওয়াটার কম্পানির মাধ্যমে কৌশলগতভাবে শোধনাগারের আশপাশে বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে, যেন তা পরিশোধিত বর্জ্য পানির মাধ্যমে পরিপুষ্ট হয়। তা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং এই অঞ্চলের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সৌদি আরব সবুজ জীবনযাপনের অন্যতম সমর্থক।
বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা করতে পরিবেশগত স্কিমসহ নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। গত বছরের অক্টোবরে দেশটির পরিবেশ, পানি ও কৃষি মন্ত্রী আবদুর রহমান আল-ফাদলি দুই লাখ ২৫ হাজার হেক্টরের বেশি জায়গায় ১০০টি প্রাকৃতিক উদ্যান চালু করেন।
সৌদি ভিশন ২০৩০ ও সৌদি গ্রিন ইনিশিয়েটিভের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এলাকায় ১২ মিলিয়নেরও বেশি বন্য গাছ ও ঝোপঝাড় রোপণ, পরিবেশগত স্থায়িত্ব ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এই উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত।

রাশিয়ায় সেনাবাহিনীর সমালোচনা করলেই বাজেয়াপ্ত হবে সম্পত্তি

আপনজন: রুশ সেনাবাহিনীর সমালোচকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে রাশিয়া। এ লক্ষ্যে রাশিয়ার আইনপ্রণেতারা একটি বিলেরও অনুমোদন দিয়েছেন। এই বিলের অধীনে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর সমালোচনাকারী যে কারও সম্পত্তি, অর্থ এবং মূল্যবান জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করতে পারবে রাশিয়া।
বুধবার (২৪ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম মস্কো টাইমস।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রুশ সেনাবাহিনীর সমালোচনা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত যে কারও সম্পত্তি, অর্থ এবং মূল্যবান জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার একটি বিল অনুমোদন করেছেন রাশিয়ান আইনপ্রণেতারা।
বুধবার রুশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ স্টেট ডুমা তিনটি প্রয়োজনীয় রিডিংয়ের প্রথমটিতে ৩৯৫ ভোট দিয়ে বিলটি পাস করেছে। আর এই বিলের বিপক্ষে ভোট পড়েছে তিনটি।
পার্লামেন্টের স্পিকার ব্যাচেস্লাভ ভোলোদিন আইন প্রণেতাদের বলেন, সেনাবাহিনীর সমালোচকদের জন্য এই ব্যবস্থাও 'যথেষ্ট নয়'। কারণ তারা আরামে বাস করে, সম্পত্তি ভাড়া দেয়, রাশিয়ান নাগরিকদের খরচে রয়্যালটি পেতে থাকে। তারা নাৎসি শাসনকে সমর্থন করার জন্য এই তহবিলগুলো ব্যবহার করে।
রুশ স্পিকারের দাবি, 'আমাদের দেশের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে যারা কাজ করে, যারা আমাদের নাগরিক, সৈন্য এবং অফিসারদের অপমান করা সম্ভব বলে মনে করে এবং যারা নাৎসিদের সমর্থন করে তাদের থামিয়ে দেবে গৃহীত সিদ্ধান্তটি।'
প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে পূর্ণ-মাত্রায় আক্রমণ শুরুর পর থেকে মস্কো কর্তৃপক্ষ তার সামরিক অভিযানের যে কোনও সমালোচনা নিষিদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধের বিরোধিতাকারী হাজার হাজার রাশিয়ানকে আটক করেছে। বেশ কিছু লেখক ও কর্মী এরইমধ্যে দীর্ঘ সাজা পেয়েছেন এবং কয়েকজনকে 'চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী' তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। রুশ কর্মকর্তারা অবশ্য গত কয়েক মাস ধরেই ইউক্রেনের পরিস্থিতি সম্পর্কে সমালোচনামূলক কথা বলার জন্য সমালোচনাকারীদের 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন।
এদিকে ইউক্রেনে 'ভাড়াটে সেনা' রাখার জন্য ফ্রান্সের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্তও নিয়েছেন রুশ আইনপ্রণেতারা। দুই দেশের মধ্যে কয়েকদিনের উত্তেজনার পর এই সিদ্ধান্ত নেন তারা। ফ্রান্স অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, যুদ্ধে বা 'অন্য কোথাও' তাদের কোনও ভাড়াটে সেনা নেই এবং এই ধরনের দাবি কার্যত বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার অংশ।

মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফেরানোর আহ্বান তুরস্ক ও ইরানের

আপনজন ডেস্ক: আঙ্কারায় তুরস্ক ও ইরানের প্রেসিডেন্ট গাজার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে পদক্ষেপের ডাক দিলেন। এদিকে ওয়াশিংটনে বাইডেন প্রশাসন তুরস্ককে যুদ্ধবিমান সরবরাহের উদ্যোগ নিচ্ছে। ন্যাটোর সদস্য দেশ হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া ও ইরানের সাথে প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠতা দেখাতে পারে তুরস্ক। ইসরাইলের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিতেও পিছপা হয় না সে দেশ। অনেক টালবাহানার পর অবশেষে ন্যাটোয় সুইডেনের অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে ওই দেশ। বুধবার আবার প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগানের নেতৃত্বে তুরস্কের এমন অভিনব প্রভাব প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া গেল। এদিন তিনি রাজধানী আঙ্কারায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রাইসিকে স্বাগত জানালেন। একই দিনে ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তুরস্ককে এফ-১৬ বিমান বিক্রির লক্ষ্যে কংগ্রেসের অনুমোদন চেয়ে চিঠি লিখলেন। এরদোয়ান ও রাইসি গাজায় ইসরাইলের সামরিক অভিযানের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাদের মতে, পরিস্থিতির আরো অবনতি এড়াতে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। তুরস্ক অবিলম্বে অস্ত্রবিরতির দাবি জানিয়েছে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগের প্রতিও সে দেশের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। পশ্চিমা সহযোগী ও কয়েকটি আরব দেশ হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করলেও তুরস্ক সেই মূল্যায়ন মানে না। এক্ষেত্রে বরং ইরানের অবস্থানের সাথে এরদোয়ানের নীতির বেশি মিল রয়েছে। 'প্রতিরোধের অক্ষ' হিসেবে তেহরান হামাস ও হিজবুল্লাহর মতো গোষ্ঠীকে মদদ দিয়ে আসছে। বুধবারের আলোচনার পর এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এরদোয়ান গাজার ওপর ইসরাইল 'অমানবিক' হামলার কড়া সমালোচনা করেন। এমন এক সময়ে এরদোগান ও রাইসির বৈঠক হলো, যখন মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী ইয়েমেনে ইরানের মদতপুষ্ট হাউছি বিদ্রোহীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। গোটা অঞ্চলে ইরান ও ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠার স্থাপনার ওপর ইসরাইল হামলা চালিয়ে আসছে। তবে কড়া সমালোচনা সত্ত্বেও তুরস্ক ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। সেই সিদ্ধান্ত এবং সিরিয়ায় বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের মদতের কারণেও ইরান তুরস্কের সমালোচনা করে এসেছে। এরদোয়ানের সাথে আলোচনার পরেও রাইসি বলেন, ইসরাইলের সাথে সব দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজন আছে। আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজান সঙ্কটের ক্ষেত্রেও দুই দেশের মতপার্থক্য রয়েছে।

২০২৪ সালের তাপমাত্রা নিয়ে শঙ্কার কথা জানালেন বিজ্ঞানীরা

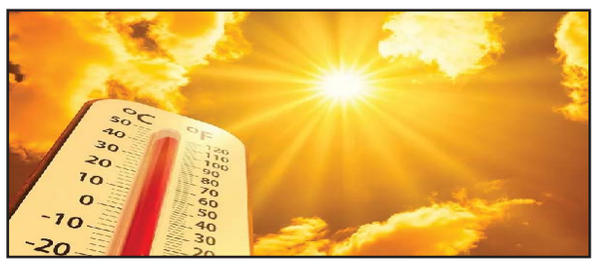

আপনজন ডেস্ক: এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণতম বছর ছিল ২০২৩ সাল। তবে জলবায়ুর প্যাটার্ন এল নিনো আবারও ফিরে আসায় ২০২৪ সাল বিগত বছরের চেয়েও আরো বেশি গরম হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পূর্বাভাসের বরাত দিয়ে করা এক গবেষণায় এ তথ্য জানানো হয়েছে নেচার জার্নালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানবজাতি এখনো বিপুল পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছাড়াতে থাকায় ২০২৩ সালের চেয়েও ২০২৪ সাল আরো বেশি গরম হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর মিডিয়াম রেঞ্জ ওয়েদার ফোরকাস্ট শীর্ষক প্রতিবেদনে আবহাওয়াবিদ সামান্থা বার্জেস বলেছেন, 'আমরা জানি যে,২০২৪ সালে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাবে। তবে এই তাপপ্রবাহ কোথায় ও কখন বয়ে যাবে তা নিয়ে পূর্বাভাস দিতে পারছি না। নেচার জার্নালে প্রকাশিত ওই নিবন্ধে বলা হয়েছে, চলতি মাসে বিভিন্ন আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিবেদন বলছে, ২০২৩ সালের গড় তাপমাত্র প্রাক শিল্পযুগ তথা ১৮৫০-১৯০০ সালের সময়ের চেয়ে বিভিন্ন স্থানে গড়ে ১ দশমিক ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১ দশমিক ৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। ওয়াশিংটন ডিসির ইউএস ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান বিজ্ঞানী সারাহ ক্যাপনিক বলেছেন, 'আমরা যা জানতে পেরেছি তা এক কথায় বিস্ময়কর।' কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের মতে, গত বছর প্রতিদিন প্রাক শিল্পযুগের তুলনায় গড়ে কমপক্ষে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি উষ্ণ ছিল। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, ২০২৪ সালের দৈনিক গড় তাপমাত্র প্রাক শিল্পযুগের তুলনায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয়ে যেতে পারে। যুক্তরাজ্যের এক্সেটারে অবস্থিত দেশটির আবহাওয়া বিভাগ পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২৪ সালে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার আশঙ্কা আছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় সেনাঘাঁটি স্থাপন করছে ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: গাজায় স্থায়ী ফাঁড়ি স্থাপনের পরিকল্পনা করছে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী।
সোমবার (২৫ জানুয়ারি) মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক গণমাধ্যম মিডল ইস্ট আইকে এক ইসরাইলি কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনিদের সাথে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান মেনে নিতে ইসরাইলকে চাপ দিচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। তারা ইসরাইলকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের জন্যও চাপ দিচ্ছে। এসব সত্ত্বেও ইসরাইল এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
এদিক, এই মাসের শুরুর দিকে ইসরাইলি বাহিনী ঘোষণা দিয়েছিল, তারা হামাসের সাথে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে উপনীত হবে। তারা ভারী বোমা হামলার মাধ্যমে বিশেষ অভিযান পরিচালিত করবে। কিন্তু তাদের সেই অভিযান বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। অবশ্য তারা গাজার উত্তর ও দক্ষিণে হামলা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু সেসব তাদের ঘোষণা অনুপাতে হয়নি।
ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বেশ খোলামেলাভাবে বলেছেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী হামাস নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত গাজায় তাদের অভিযান চালিয়ে যাবে। ভবিষ্যতে ইসরাইলের সীমানা জর্ডান নদী থেকে নিয়ে পুরো এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৬ মি.

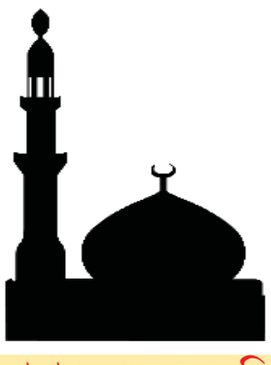

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৭
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৩.৪৫	
মাগরিব	৫.২৬	
এশা	৬.৩৮	
তাহাজ্জুদ	১১.১০	

নাইজেরিয়ায় সংঘর্ষে নিহত অন্তত ৩০

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ার উত্তর-মধ্যাঞ্চলীয় মালভূমি রাজ্যে নতুন করে সহিংসতায় কমপক্ষে ৩০ জন নিহত এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। সেখানে সম্প্রতি মুসলিম পশুপালক এবং খ্রিস্টান চাষি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। সম্প্রদায়ের নেতারা জানিয়েছেন, মালভূমির মাঙ্গু স্থানীয় জেলায় মঙ্গলবার ২৪ ঘণ্টা কারফিউ জারি করা সত্ত্বেও আরো হামলায় স্কুল, উপাসনালয় ও বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং লুটপাট করা হয়েছে।

মালিতে সোনার খনিতে ধস, নিহত ৭৩

আপনজন ডেস্ক: মালিতে খনির দুর্ঘটনা খুবই সাধারণ ঘটনা, বেশিরভাগ খনি শ্রমিক সোনা খননের জন্য অনিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহার করে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে সোনার খনি ধসে ৭০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। মূলত খনিটির টানেল ধসে পড়ার পর বিপুল সংখ্যক প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটে।
বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) পৃথক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এপি এবং সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। তবে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি অবশ্য নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৪০ বলে জানিয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মালিতে একটি সোনার খনিতে টানেল ধসে কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হয়েছেন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। স্বর্ণ খনির স্থানীয় কর্মকর্তা ওমর সিদিবে বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেন, 'একটি শব্দ হওয়ার পর খনিতে ধস শুরু হয়েছিল। পৃথিবী তখন কাঁপতে শুরু করেছিল।'
গত শুক্রবার আফ্রিকার এই দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিম কাউলিকোরো অঞ্চলের একটি স্থানে ওই সুড়ঙ্গটি ধসে পড়লেও এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে মৃতের সংখ্যা জানা যায়নি। তবে কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এএফপি জানিয়েছে, সুড়ঙ্গে ধসের ঘটনায় ৭০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন। ওমর সিদিবে বলেছেন: 'ওই মাঠে ২০০ জনেরও বেশি সোনার খনি শ্রমিক ছিল। অনুসন্ধান এখন শেষ। আমরা ৭৩ জনের মৃতদেহ পেয়েছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন বন্ধ হলে নেতানিয়াহু ১০ মিনিটও টিকবে না : ইরান

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দেয়া বন্ধ করলে ইসরায়েলের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ১০ মিনিটও টিকতে পারবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল এবিসি নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান এমনটাই মন্তব্য করেছেন।
একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী ইসরায়েল যে বর্বর হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে তার প্রতি আমেরিকার অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে বৃহত্তর যুদ্ধের আশঙ্কা দিন দিন বেড়ে চলেছে। গাজায় যখন ইহুদিবাদী ইসরায়েলের বর্বর ও রক্তক্ষয়ী আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে এবং তা অবসানের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তখন তিনি মার্কিন গণমাধ্যমের কাছে এই সতর্কবার্তা উচ্চারণ করলেন। আবদুল্লাহিয়ান বলেন, এরইমধ্যে যুদ্ধের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে এই যুদ্ধ পুরো মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে বাইরের অঞ্চলেও বিস্তৃত হতে পারে। ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমেরিকা যদি আজকে ইসরায়েলকে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামসহ রাজনৈতিক এবং গণমাধ্যমের সমর্থন দেয়া বন্ধ করে তাহলে আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি যে, নেতানিয়াহু দশ মিনিট টিকতে পারবে না।

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে
বইমেলায় স্টল নং ২২৪ ৩ নং গেটের পাশেই
মূল আরাবীসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ
আল-কুরআন
অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
◆ বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম
◆ সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ
◆ সঠিক বাংলা উচ্চারণ
◆ বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারীর কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা
◆ পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবী ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ
◆ প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ
সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-
গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
• চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০ • সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০ • বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০ • এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০ • বজ্রকলম ২৫০ • বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০ • ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০ • ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০ • পুস্তক সম্ভাষ ৯০ • অনন্য জীবন ১৫০ • মুসাফির ১১০ • সৃষ্টির বিস্ময় ৭০ • জ্ঞান হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০ • ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০ • এ সত্য গোপন কেন? ৩০ • সেরা উপহার ৩০ • রক্তমাখা ছন্দ ৩০ • রক্তাক্ত ডায়েরী ৩০
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১০ মাঘ ১৪৩০, ১৩ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

শান্তি আসিবে কি

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিতেছে। অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ছিলেন তাহার পিতার মতো অপতিরোধ্য বীর। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্জুনদের প্রতিপক্ষ দুর্যোধনের সেনাপতি দ্রোণাচার্য অভেদ্য চক্রব্যূহ তৈরি করেন। অভিমন্যু এই চক্রব্যূহে প্রবেশের উপায় জানিতেন, কিন্তু উহা ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপায় জানিতেন না।

ভয়ংকর যুদ্ধের ময়দানে অভিমন্যু উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যূহে প্রবেশ করেন। প্রতিপক্ষের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ এমন স্তরে স্তরে ব্যূহের জাল বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেই জাল ছিন্ন করিয়া ব্যূহ হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা মহাবীর অভিমন্যুর ছিল না। তিনি প্রতিপক্ষের বেষ্টনীর মধ্যেই গদাঘাতে নিহত হন। তাত্পর্যপূর্ণ বিষয় হইল, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগিতেছিলেন, তখন তাহার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছিলেন যে, অর্জুনের এইরূপ দ্বিধা করিবার কোনো কারণ নাই।

কারণ, এই যুদ্ধে অর্জুন নিমিত্ত মাত্র, যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ সকলকে মারিয়া রাখিয়াছেন এবং অর্জুনদের বিজয় পূর্ব হইতেই সুনির্দিষ্ট করা আছে।

বিদ্বজ্জনেরা এই ক্ষেত্রে বলিতে থাকেন–দেবতারা কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া থাকেন অধর্ম দূর করিয়া সেইখানে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। কিন্তু মানুষ একই কাজ করে অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া।

একই কাজ মানে কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া দেওয়া। মানুষ যেই হেতু এই কাজটি অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন করে, এই জন্য মানুষের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত জয়ের ফল কখনো শুভ হয় না। দুঃখজনকভাবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই পূর্বনির্ধারিত বিজয় নিশ্চিত করা হয় কথিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে। যাহার ভিত্তির ওপর গণতন্ত্র দাঁড়াইয়া থাকে, সেই 'নির্বাচন' ম্যানিউপুলেট করা হয়। এই ব্যাপারে বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

ক্ষমতাসীন দল তাহার প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশনের সহিত যোগসাজশের মাধ্যমে একদম তৃণমূল পর্যন্ত নির্বাচনকে নিজের মতো সাজাইতে পারেন। এমতাবস্থায় যখন বলা হয়, 'আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন' হইতে হইবে, তখন স্মরণ করিতে হয় অভিমন্যুর কথা–যাহার চারিদিকে জাল বিছানো ছিল, যাহাতে তিনি কিছুতেই চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইতে না পারেন। একইভাবে একটি সুষ্ঠু তথা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন করিবার জন্য যেই 'ব্যূহ' ভেদ করিতে হইবে–দৃশ্যত তাহা অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

এবং এই ক্ষেত্রে অভিমন্যুর পরিণতি আমরা জানি। তাহা হইলে কী এখন উপায়? প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জহির রায়হান তাহার 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে একটি গান ব্যবহার করিয়াছিলেন–'এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে'।

সুষ্ঠু নির্বাচনের যাবতীয় শর্ত যেই 'খাঁচা'য় বন্দি হইয়া গিয়াছে–তাহা ভাঙা সম্ভব নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ সামাজিক, পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশগত কারণে প্রশাসনে যাহারা থাকেন, সরকারের উপর তাহাদের নির্ভর করিবার বিষয়টিও এত সহজে দুঃসাহসিক হইবার নহে।

বস্তুত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতার পালাবদলের জন্য যেই শর্ত ও মূল্যবোধ প্রত্যাশা করা হয়–এই দেশগুলি তাহা হইতে শত যোজনপথ দূরেই থাকিয়া যাইতেছে।

তৃতীয় বিশ্বে ক্ষমতাসীনরা অতি দক্ষ, অতি কৌশলী, অভাবিত স্মার্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের ক্ষমতার অপরাহ্ন বেলাকে পিছাইয়া দিতে। ইহা ঠিক যে, এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে একসময় হয়তো বিপ্লব হইবে, অদমনীয় আন্দোলন হইবে। কিন্তু শান্তি আসিবে কি? দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের বিপ্লব ও আন্দোলনে যেই লোকক্ষয়, রক্তক্ষয়, সম্পদক্ষয় হইবে–তাহার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না।

ভারতের রাজনীতিতে রাম মন্দিরের উদ্বোধন কতটা প্রভাব ফেলবে?

অযোধ্যায় রাম মন্দিরে 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা'র দিন ঘোষণা হওয়ার অনেক আগে থেকেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ছিল যে এমন ভাবে দিন নির্ধারণ করা হবে, যা থেকে কয়েক মাস পরের লোকসভা নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে বিজেপি। অযোধ্যার অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও করা হয়েছিল এমন ভাবে যাতে নির্বাচনে বিজেপির প্রধান মুখ - নরেন্দ্র মোদীর একার ওপরেই সম্পূর্ণ ফোকাসটা থাকে। লিখেছেন **অমিতাভ ভট্টশালী**।

অযোধ্যায় রাম মন্দিরে 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা'র দিন ঘোষণা হওয়ার অনেক আগে থেকেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ছিল যে এমন ভাবে দিন নির্ধারণ করা হবে, যা থেকে কয়েক মাস পরের লোকসভা নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে বিজেপি।

অযোধ্যার অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও করা হয়েছিল এমন ভাবে যাতে নির্বাচনে বিজেপির প্রধান মুখ - নরেন্দ্র মোদীর একার ওপরেই সম্পূর্ণ ফোকাসটা থাকে।

অযোধ্যায় ওই অনুষ্ঠানের খবর জোগাড় করতে সেখানে গেছেন যেসব সাংবাদিক, তারা বলছেন শহর যেমন মুড়ে ফেলা হয়েছিল রামচন্দ্রের কাটআউট দিয়ে, সংখ্যায় গুনলে তার প্রায় সম সংখ্যক কাট আউট লাগানো হয়েছিলে নরেন্দ্র মোদীর।

আবার রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি বা সরকারের বর্ষীয়ান নেতা-নেত্রী, দলের প্রেসিডেন্ট - এঁরা হাজির থাকলে যাতে মি. মোদীর ওপর থেকে ফোকাস সামান্যও সরে না যায়, তাই মি. মোদী একাই ছিলেন অনুষ্ঠানে।

ব্যতিক্রম আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

আবার মি. মোদী যে ভাষণ সেখানে দিয়েছেন, সেখানে সরাসরি ভোটের কথা না বললেও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন।

আর এসব মিলিয়েই বিশ্লেষকরা বলছেন ভোটের আগে রাজনৈতিক লাভ যে ঘরে তুলতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

রাম-রথ থেকে রাম মন্দির

গত শতাব্দীর আটের দশকে বিজেপি গঠিত হওয়ার পর থেকেই তাদের এজেণ্ডায় অযোধ্যায় রামমন্দির গড়ার প্রতিশ্রুতি থেকেছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তারা সক্রিয় হয় ১৯৮৯ সালের পর থেকে। লাল কৃষ্ণ আদভানির নেতৃত্বে রথযাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অবশ্য আরও কিছুদিন আগে থেকেই রাম মন্দির নিয়ে সরব হচ্ছিল।

দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে যে রাজনৈতিক দলটি এই ইস্যুতে সরব হয়ে থেকেছে, শেষমেশ যখন তা অর্জন করা গেল, তা থেকে রাজনৈতিক দল হিসাবে লাভ যদি ঘরে আসে, তাতে সমস্যার কিছু দেখছেন না বিজেপি নেতারা।

এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেমন বিবিসি বাংলাকে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, "রাজনৈতিক লাভ তুলে ঠিকই তো করছি আমরা।"

বাংলা নিউজ পোর্টাল দ্য ওয়ালের কার্যকরী সম্পাদক অমল সরকার অযোধ্যাতেই আছেন। তিনি বলছিলেন, "রাম মন্দির ইস্যু থেকে বিজেপি তো রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবেই। তাদের যে মূল প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ, তিন তালাক প্রথার বিলোপ, রাম মন্দির নির্মাণ আর অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে আসা - এর মধ্যে প্রায় সবগুলোই তো তারা পূরণ করে দিল। তাই তাদের রাজনীতিতে এগুলোকে তো তারা ব্যবহার করবে।"

আরেক বিজেপি নেতা, অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ ব্যাখ্যা করছিলেন, "যে আন্দোলনের পুরোভাগে লাল কৃষ্ণ আদভানি থেকেছেন, বিজেপির সব স্তরের নেতারা থেকেছেন, সেটা এত দিনে অর্জন করা গেছে। আমরা সেই আন্দোলন কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করিনি। যে মন্দির প্রতিষ্ঠার আবেগ ছিল মানুষের মধ্যে, আমরাও কোটি কোটি মানুষের সেই আবেগকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে এবং ভারতের অস্মিতাকে মর্যাদা দিতে এটা করেছি।"

ভোট ধরে রাখতে সচেষ্ট বিজেপি?

"এ থেকে যদি আমাদের রাজনৈতিক সুবিধা হয়, হয়ে যেতেই পারে, তাহলে আমাদের তো কিছু করার নেই," বলছিলেন মি. নন্দ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভাশিস মৈত্র বলছিলেন, "রাম মন্দির নিয়ে মানুষের আবেগ যে আছে, বিশেষত হিন্দি বলয়ে সেটা ঘটনা। একাধিক সমীক্ষায় এটা উঠে এসেছে যে এমন বহু মানুষও রাম মন্দির চেয়েছেন যারা বিজেপিকে ভোটও দেন না।"

"তাই রাম মন্দিরের আবেগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিজেপি যে কাজে লাগাবে, তা খুব আশ্চর্যের কিছু নয়। হিন্দি বলয়ে যে অবস্থা এখন বিজেপির ভোট শেয়ারের, তাতে সেই ভোট ধরে রাখতে হবে বিজেপিকে। কারণ দক্ষিণ ভারতে কিন্তু বিজেপির অবস্থা কিছুটা নড়বড়ে।"

"হিন্দি বলয়ের নানা রাজ্যে আবার বিরোধী দলগুলোও কিন্তু কিছুটা শক্তিশালী। তাই লোকসভা নির্বাচনে জিততে হিন্দি বলয়ের ভোট বাড়াতে না পারুক, ধরে রাখা বিজেপির জন্য জরুরি। তাই ওই অঞ্চলের মানুষের আবেগকে তারা কাজে লাগাচ্ছে," বলছিলেন মি. মৈত্র।

অযোধ্যায় ওই অনুষ্ঠানের খবর জোগাড় করতে সেখানে গেছেন যেসব সাংবাদিক, তারা বলছেন শহর যেমন মুড়ে ফেলা হয়েছিল রামচন্দ্রের কাটআউট দিয়ে, সংখ্যায় গুনলে তার প্রায় সম সংখ্যক কাট আউট লাগানো হয়েছিলে নরেন্দ্র মোদীর। আবার রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি বা সরকারের বর্ষীয়ান নেতা-নেত্রী, দলের প্রেসিডেন্ট - এঁরা হাজির থাকলে যাতে মি. মোদীর ওপর থেকে ফোকাস সামান্যও সরে না যায়, তাই মি. মোদী একাই ছিলেন অনুষ্ঠানে।

ব্যতিক্রম আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

নরম হিন্দুত্বের পথে কংগ্রেস?

যেদিন প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যায় রামচন্দ্রের মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন, সেখানে হাজির ছিলেন না বিরোধী দলগুলির কোনও নেতা-নেত্রী। তবে রাম মন্দির এবং তাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যে আবেগ রয়েছে, তা বিলক্ষণ বোঝেন তারা।

সেজন্য অযোধ্যায় না গেলেও মধ্য প্রদেশ কংগ্রেস সদর দপ্তরে হোর্ডিং দিয়ে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয় যে রাজীব গান্ধীর আমলেই অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেওয়া হয়েছিল।

আবার হিমাচল প্রদেশের কংগ্রেস সরকার অন্য সব বিজেপি শাসিত রাজ্যের মতোই ২২শে জানুয়ারি আধা দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছিল।

রাহুল গান্ধী আসামে এক মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

কংগ্রেস নেতৃত্ব অবশ্য বলছে যে তারা কখনই তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সঙ্গে আপোষ করেন নি।

প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের কথায়, "কংগ্রেস কখনওই নেতা বা সদস্যদের বলেনি যে অযোধ্যায় যেও না। আমরা সবাই তো বিভিন্ন পুজোতে অংশ নিই ব্যক্তিগত ভাবে। কিন্তু আমরা সেটাকে রাজনীতির সঙ্গে মেশাই না। এটাই কংগ্রেসের নীতি, এটাই কংগ্রেসের চরিত্র। এর সঙ্গে কখনই আপোষ করি না আমরা। উল্টোদিকে বিজেপি কিন্তু ঠিক সেটাই করছে।"

বিবিসি বাংলায় অন্যান্য খবর

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক, যা জানা যাচ্ছে

২৪ জানুয়ারি ২০২৪

মুহাম্মদ ইউনূসকে হয়রানি বন্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যুক্তরাষ্ট্রের ১২ সেনেটরের চিঠি

২৩ জানুয়ারি ২০২৪

যশোর সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে বিজিবি সদস্য নিহত

২৩ জানুয়ারি ২০২৪

কংগ্রেস 'খুব দেরি করে ফেলেছে'

তবে কংগ্রেস নেতাদের মন্দিরে মন্দিরে যাওয়া, ঘটা করে পুজো করা, হিমাচল প্রদেশে ২২ জানুয়ারি ছুটি দেওয়া বা কমল নাথের মতো বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতার বড় করে হনুমান পুজো করা এসব নিয়ে দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে বিভ্রান্তিও যে ছড়াচ্ছে, সেটাও স্বীকার করছে কংগ্রেসেরই একাংশ।

দলটির অন্যতম মুখপাত্র কৌস্তভ বাগচি বলছিলেন, "ঠিকই এসব নিয়ে সাধারণ কর্মী আর জনগণ তো কিছুটা বিভ্রান্তই। একদিকে নানা মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য যাওয়া হবে, কংগ্রেস সরকার ২২ তারিখ ছুটি দেবে আবার বিজেপির বিরোধিতা করব - এরকমটা তো হওয়া উচিত ছিল না।"

বিজেপিও কংগ্রেস নেতাদের একাংশের এই কথিত 'নরম হিন্দুত্ব' নীতি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না।

অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ বলছিলেন, "এখন ওরা এসব করছে - রাহুল গান্ধী পৈতে ধারণ করে মন্দিরে চলে যাচ্ছেন, পুজো দিচ্ছেন, অন্যান্য নেতারাও নানা পুজো অর্চনার আয়োজন করছেন। তবে খুব দেরি করে ফেলেছে ওরা। এখন এসব করে হিন্দু ভোট নিয়ে আর কিছুই করতে পারবে না ওরা।"

আক্ষরিক অর্থে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যেই রাস্তায় নেমে কোনও প্রতিবাদ করেননি বিরোধী দলীয় নেতা নেত্রীরা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এক সর্বধর্ম পদযাত্রা করেছেন, যাত্রাপথে মন্দির, মসজিদ, গির্জা আর গুরদোয়ারায় গেছেন সব ধর্মের প্রতি সম্মান জানাতে।

বিশ্লেষক শুভাশিস মৈত্র বলছিলেন যে এতেই দেখা যাচ্ছে যে কেউই কিন্তু ধর্মটাকে বাদ দিয়ে রাজনীতি করতে পারছেন না।

"ভারতীয় রাজনীতিতে এই একটা বড় পরিবর্তন এনেছে বিজেপি। কোনও দলই ধর্ম বাদ দিয়ে রাজনীতি করতে পারছে না। অথচ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রটা তো সেকুলার।"

সৌজন্যে: বিবিসি বাংলা

মধ্যপ্রাচ্যে একসঙ্গে অনেক সংকটের জন্ম হচ্ছে

ইয়াসার ইয়াকিস

ইসরায়েল আজ পুরো ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। অধিকাংশ ভুক্তভোগী নিরীহ শিশু ও নারী। বিশ্বের সব দেশের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা গণহত্যার অভিযোগে ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে তুলেছে।

গাজা সংকট মধ্যপ্রাচ্যে বানের স্রোতের মতো নতুন একগুচ্ছ সংকটের দুয়ার খুলে দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য অস্থিতিশীল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য হুতিদের ওপর হামলা শুরু করেছে। আর লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচল ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ইরান-সমর্থিত হুতিরা গাজা যুদ্ধকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। লোহিত সাগর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সংঘাতের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এখানেই থামছে না। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড করপসের প্রধান কাসেম সোলাইমানির স্মরণ অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে আইএসআইএস। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ড্রোন হামলা চালিয়ে কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করেছিল।

এর প্রতিক্রিয়ায় সিরিয়ায় কুর্দি ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা করে ইরান। তারা দাবি করেছে, বাড়িটি ইসরায়েলি গুপ্তচরদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। উত্তর সিরিয়ার ইদলিবের একটি চিকিৎসাকেন্দ্রেও তারা হামলা করেছে।

এ ঘটনাগুলো ঘটার কারণ হলো আইএসআইএস নামের যে সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করতে পশ্চিমা দেশগুলো উদ্‌গ্রীব, তারাই এখন পশ্চিমাদের শত্রুদেশে হামলা করছে। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার ঝুঁকি বেড়েই চলেছে এবং কে কার শত্রু, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

তুরস্ক এই সমস্যাগুলোর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। তুরস্কের জনগণ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আরও বাস্তবধর্মী কর্মপদ্ধতি দরকার হয়।

ন্যাটোর দুই সদস্য তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের একে অন্যের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধ একটি দ্বিধা সামনে নিয়ে আসে। ন্যাটো জোট যদি কারও সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্ক কি একসঙ্গে সেই লড়াইয়ে অংশ নেবে। সব বিষয়ে একমত না হলেও ওয়াশিংটন ও আঙ্কারার একটি যৌথ রূপরেখা তৈরি করা প্রয়োজন। তাদের তৃতীয় কোথাও

একসঙ্গে বসা উচিত। কিন্তু সেটা হতে দেখা যাচ্ছে না।

ইরাক ও সিরিয়ায় যে সন্ত্রাসের জন্ম হচ্ছে, সেটা নির্মূল করার বিকল্প নেই তুরস্কের। কয়েক দশক ধরে তুরস্ক সেই চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া তুরস্কের পক্ষে সেটা করা অসম্ভব। তুরস্কের নিজেদেরই সমস্যা রয়েছে। কিন্তু অংশীজনদের কাছাকাছি নিয়ে আসার ব্যাপারে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে দেশটি। এ ধরনের উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রভাব আছে এমন দেশ, যেমন রাশিয়া, ইরাক, সিরিয়া ও ইরানও যুক্ত হতে পারে। সবাই স্বতন্ত্র উদ্যোগ নিতে পারে, একে অন্যকে হুবহু নকল করার প্রয়োজন নেই।

কুর্দি সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি মাথাব্যথার কারণ। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর বিপরীত শিবিরে অবস্থান করলেও দুই পক্ষই কুর্দি ইস্যুতে সমর্থন দেয়। মস্কো বারবার বলে চলেছে, যাতে সিরীয় কর্তৃপক্ষ তাদের সেনাবাহিনীতে আলাদা একটা ব্রিগেড হিসেবে কুর্দি যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করে চলেছে ইউফ্রেটিস নদীর পূর্ব দিকে সিরিয়ার ভূখণ্ডে কুর্দি নিয়ন্ত্রিত একটি অঞ্চল তৈরি করার জন্য।

ইরাক ও সিরিয়ায় যে সন্ত্রাসের জন্ম হচ্ছে, সেটা নির্মূল করার বিকল্প নেই তুরস্কের। কয়েক দশক ধরে তুরস্ক সেই চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া তুরস্কের পক্ষে সেটা করা অসম্ভব।

মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাচিন্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ হলো ইসরায়েলের নিরাপত্তা। এই বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির মূল স্তম্ভ হলো ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্র এই নীতি থেকে সরে আসবে, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমা মিত্ররা ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়া থেকে সরে আসবে না।

যদিও তুরস্ক খুব প্রবলভাবে সুন্নি পক্ষপাতের দেশ নয়। ফলে তুরস্কের সুন্নি ও শিয়া দেশগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতা করার একটা সুযোগ আছে। কিন্তু আঙ্কারার বর্তমান সরকারকে সেই ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে না। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো লোহিত সাগর ও বাব এল-মান্দেব প্রণালির অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠা। মধ্যপ্রাচ্যে যখন একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তখন ইরান সেটাকে হুতিদের উসকানোর সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছে।

লোহিত সাগরের এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে যদি ঠিকভাবে মোকাবিলা না করা যায়, তাহলে এই উত্তেজনা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য জায়গায়ও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমনকি সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যকে এখন অনেকগুলো সংকটের প্রসূতি বলে মনে হচ্ছে।

ইয়াসার ইয়াকিস তুরস্কের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

ওয়েলফেয়ার পার্টির ‘অধিকার যাত্রা’ সুতিতে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া সাগর থেকে পাহাড় বুঝে নাও অধিকার এই শিরোনামে অধিকার যাত্রা শুরু করেছে দীঘার সমুদ্র সৈকত থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত আর সেই অধিকার যাত্রা এসে পৌছাল মুর্শিদাবাদের সুতিতে। বৃহস্পতিবার বিকেলে সুতির লিচু তলা হয়ে অরঙ্গাবাদ নেতাজী মোড় পর্যন্ত ‘অধিকার যাত্রা’ পাশাপাশি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় সুতির নেতাজী মোড়ে। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়েলফেয়ার পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি ডঃ এস কিউ আর ইলিয়াস, রাজ্য সহসভাপতি নুরুল হাসান মির্জা, মাহাফুজু রহমান, আব্দুল নাইম, রাজ্যসম্পাদক মানুন আক্তার, মুর্শিদাবাদ জেলার সভাপতি হামিদ সেখ, সুতি-২ ব্লকের সভাপতি সাবির খান সহ জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব।

এদিন বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএমকে তুলোধোনা করে বলেন বক্তারা বলেন, মানুষ তাদের অধিকার পায়নি, পুঁজিপতি, কর্পোরেট কাছে দেশ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দেশে সম্পদের পাহাড় থাকলেও সমবন্টনের জন্য দরিদ্রতা বাড়ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে। মোদী-মমতা সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার পাইয়ে দিতে ব্যর্থ। পাশাপাশি তিনি বলেন, আগামী জঙ্গীপুর লোকসভা নির্বাচনে ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া থেকে প্রার্থী দিবেন তিনি, এলাকার মানুষকে আবেদন করেছেন, জঙ্গীপুরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিপুল ভোটে জয়ী করার আর্জি জানান।

বীরভূমের নতুন কোর কমিটিতে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব কে নিয়ে বৈঠক করার পর ২৪ ঘন্টা পার হতে না হতে কেষ্ট-কাজল দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ। উভয় পক্ষের আহত অনেকেই। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। অনুব্রত গোষ্ঠীর লোকজনের অভিযোগ কাজল গোষ্ঠী হামলা চালিয়েছে। পাল্টা অভিযোগ অস্বীকার কাজল গোষ্ঠী লোকজনের। সব মিলিয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তপ্ত বীরভূম। ২০২৪শে লোকসভা নির্বাচন খুব কাছে। এই অবস্থায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার কালীঘাটে বাড়িতে বৈঠক করে অনুব্রত মণ্ডলের গোষ্ঠীর উপরেই আস্থা রেখেছে আসন্ন নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে। খুব স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হলে কোন ঠাসা কাজল কাজল গোষ্ঠী।

বোলপুরে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ পাঁচ সদস্যের অন্যতম কোর কমিটির অন্যতম সদস্য সুদীপ্ত ঘোষের আয়োজন করা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দেখে ফিরছিল কেষ্ট গোষ্ঠী লোকজন।

রাস্তায় তাদের পথ আটকে মারধর করার অভিযোগ কাজল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। বোমাবাজির পাশাপাশি গুলি চালানোর অভিযোগ।

যদিও সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করেছে কাজল শেখ গোষ্ঠী লোকজন।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এমত অবস্থায় নতুন করে বীরভূমে শাসক গোষ্ঠী সংঘর্ষে তপ্ত বীরভূম।

জলিলিয়া মাদ্রাসার বয়েজ হোস্টেলের সূচনা করলেন জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বেলডাঙা

আপনজন: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা জলিলিয়া দারুল হুদা মাদ্রাসায় সংখ্যালঘু ছেলেদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু দপ্তরের উদ্যোগে মাদ্রাসার বালক আবাসনের বিল্ডিং এর শুভ সূচনায় করলেন জেলা শাসক। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক রাজশ্রী,অতিরিক্ত জেলা শাসক, অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, বেলডাঙ্গার বিধায়ক হাসানুজ্জামান,বিধায়ক হুমায়ুন কবির, বেলডাঙ্গা জলিলিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুফতি জারজিস হোসেন সহ সমস্ত শিক্ষক মন্ডলী মাদ্রাসার হিতাকাঙ্খী সদস্য সদস্যা ও ছাত্র বৃন্দ। দীর্ঘদিনের আশাপূরণ হওয়ায় খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ পড়ুয়ারা।

সাইকেলে চড়ে দুয়ারে বিডিও, উঠোনে বসে সমস্যার সমাধান!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সাইকেলে চড়ে দুয়ারে বিডিও, বাসিন্দাদের উঠোনে চাটাই পেতে বসে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা, নাটক কটাক্ষ বিজেপির । সরকারিভাবে দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান কর্মসূচী চলছে। সেই কর্মসূচীর মাঝেই এবার বাঁকুড়ার সারেঙ্গায় দুয়ারে বিডিও, বলা ভালো উঠোনে বিডিও। সাইকেল নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বাসিন্দাদের সমস্যার খোঁজ খবর নিলেন সারেঙ্গার বিডিও তমাল কান্তি সরকার। বিডিওর এমন উদ্যোগকে এলাকার মানুষ স্বাগত জানালেও এই উদ্যোগকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি এই ঘটনাকে নাটক বলে কটাক্ষ করেছে। বাঁকুড়া জেলার অন্যতম পিছিয়ে পড়া ব্লক সারেঙ্গা। এই ব্লকের বেশ কিছু দুর্গম এলাকা রয়েছে যে এলাকাগুলিতে গাড়িতে করে পৌঁছানো সমস্যার। দুর্গম হওয়ার কারনে আদিবাসী প্রধান সেই এলাকার মানুষেরা অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত সরকারি পরিসেবা থেকে। সেই পরিসেবাই এবার একেবারে স্থানীয় বাসিন্দাদের দরজায় পৌঁছে দিতে সাইকেল নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন খোদ বিডিও। সারেঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী প্রধান মুড়কু, আমডাঙ্গা সহ একাধিক গ্রামে সাইকেলে চড়ে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে গেলেন তিনি। কখনো স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ির উঠোনে খাটিয়ায় বসে আবার কখনো চাটাই পেতে বসে শুনলেন এলাকার মানুষের অভাব অভিযোগের কথা। নিজে হাতে পূরণ করে দিলেন এলাকার মানুষের বার্ধক্য ভাতা থেকে লক্ষীর ভাণ্ডার সহ বিভিন্ন সরকারি পরিসেবার আবেদনপত্রও। বিডিওর এমন উদ্যোগে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি স্থানীয়রা। তবে বিডিওর এমন উদ্যোগকে ঘিরেও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির দাবী দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান কর্মসূচীর পরও যদি বিডিওকে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে মানুষের সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহলে তো ওই কর্মসূচীগুলির যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। সাইকেলে চড়ে বিডিওর গ্রামে গ্রামে যাওয়ার ঘটনাকেও নাটক বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। তৃণমূল অবশ্য বিজেপির দাবী মানতে নারাজ। তৃণমূলের দাবী বিডিওর এই কাজ রাজ্যের সরকারের সফলতার জ্বলন্ত উদাহরণ।

দুই বিচারপতির নজিরবিহীন সংঘাত কলকাতা হাইকোর্টে

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে যে ঘটনা ঘটলো তা কলকাতা হাইকোর্টের ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা। যা নজির হয়ে থাকবে চিরকাল।কলকাতা হাইকোর্টে দুই বিচারপতির নজিরবিহীন সংঘাত ঘটল বৃহস্পতিবার। যুযুধান দুই পক্ষ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিচারপতি সৌমেন সেন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সরাসরি বিচারপতি সেনের বিরুদ্ধে এজলাসে বসে ‘রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টতা’র অভিযোগ এনেছেন। ওই ঘটনার পর গোটা হাই কোর্ট জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। আইনজীবী মহল এখন তাকিয়ে আছে।ঘটনার সূত্রপাত রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তির অনিয়ম সংক্রান্ত মামলা নিয়ে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ওই দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বুধবার। বুধবারেই ওই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি সেন। পরে বৃহস্পতিবার সকালে সিবিআইয়ের করা এফআইআরও খারিজ করে দেয় বিচারপতি সেন এবং বিচারপতি উদয়কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ। এর পরেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় পাল্টা নির্দেশ দেন বিচারপতি সেনের বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, বিচারপতি সেন ‘রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকা’ ব্যক্তির মতো আচরণ করছেন। যা করছেন, তা ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্য’ নিয়ে করছেন। ভরা এজলাসেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, কেন বিচারপতি সেনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে না? রাজ্যের সরকারি মেডিক্যালে কলেজে ভর্তির অনিয়মের মামলায় সিবিআইকে তদন্ত করতে বলার পাশাপাশি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ওই ব্যাপারে রাজ্যের পুলিশের উপর আদালতের ‘আস্থা’ নেই। সেই জন্যই তিনি দায়িত্ব দিচ্ছেন সিবিআইকে। পরে ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশে মৌখিক স্থগিতাদেশ দিলেও তিনি সিবিআইকে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেন। বৃহস্পতিবার সকালে সেই এফআইআরও খারিজ করে দেয় বিচারপতি সেনের বেঞ্চ। এর পরেই মেডিক্যাল মামলাটি আবার ওঠে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। সেখানেই বিচারপতি সেনের ‘উদ্দেশ্য’ নিয়ে সটান প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বিস্ফোরক উদ্ধার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে বীরভূম জেলার বুকে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ায় শুরু হয়েছে নানান গুঞ্জন, ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। বিবরণে জানা যায়, রামপুরহাট থানার পুলিশ গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী রামপুরহাট ব্লকের কাষ্টগড়া পঞ্চায়েতের হস্তিকান্দা গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গল এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার করল। উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক গুলির মধ্যে ৬ হাজার ৪০০ পিস জিলেটিন স্টিক রয়েছে। তবে ঘটনার সাথে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এলাকার পাথর খাদানের কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে এই সমস্ত বিস্ফোরক গুলি।উল্লেখ্য ইতিপূর্বে মহম্মদ বাজার, নলহাটি, রামপুরহাট-সহ পাথর শিল্পাঞ্চল এলাকার একাধিক জায়গা থেকে জিলেটিন স্টিক জাতীয় বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল। সেই সমস্ত ঘটনার তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এ হাতে দায়িত্বভার নিয়েছেন।সেই প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য মনোজ সিং নামে এক পাথর ব্যবসায়ীকেও গ্রেফতার করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল।স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিস্ফোরক উদ্ধার ঘিরে জেলা জুড়ে আতঙ্কের ছায়া। যদিও শাসক বিরোধী সকলের কাছে বীরভূম কার্যত বারুদের স্তূপ হিসেবে চিহ্নিত। প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্তাদের কাছেও এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেভাবে বীরভূমের বিভিন্ন এলাকা থেকে বোমা উদ্ধার হয়, তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের চিন্তার বিষয়। তার মধ্যেই এখানে জিলেটিন স্টিক কারা কী উদ্দেশ্যে জড়ো করেছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একদা পাথর ক্রাসার মেশিনের স্থল থেকে বিস্ফোরক গুলি উদ্ধার হয়েছে।

চুরি কাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার রানাঘাটে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চার অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সাজা ঘোষণা করল রানাঘাট ফাস্ট ট্রাক কোর্ট। নদিয়ার রানাঘাটে নামকরা এক স্বর্ণ বিপণি দোকানে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার চার অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার যাবজ্জীবন কারা দণ্ডের নির্দেশ দিল রানাঘাট আদালত। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ২৯ তারিখ রানাঘাট মিশন রোডে একটি সোনার দোকানে ডাকাতি করতে এসে পুলিশ এর হাতে ধরা পড়ে চার ডাকাত। পুলিশের সাথে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় আরও এক ডাকাতের। সেই মামলার শুনানি শেষে বুধবার ছিল সেই মামলার রায়দান। আর সেই মামলায় ধৃত চার ডাকাতকে দোষী সাব্যস্ত করে রানাঘাট আদালত। আর বৃহস্পতিবার এই মামলায় দোষীদের সাজা ঘোষণা করতে গিয়ে রানাঘাট ফাস্ট ট্রাক কোর্টের বিচারক ৪ জনকে যাবজ্জীবন কারা দণ্ডের নির্দেশ দেন। অভিযুক্তদের নাম কুন্দন কুমার যাদব, রাজু কুমার পাশওয়ান,ছোট্টু পাসোয়ান ও রিক্কি পাসোয়ান।

ইমাম সংগঠনের সম্প্রীতি মিছিল ও পথ সচেতনতা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সম্প্রীতি সভার মাধ্যমে কম্বল উপহার ইমাম মুয়াজ্জিনদের জলঙ্গিতে।

মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লক ইমাম-মুয়াজ্জিন সংগঠনের পক্ষ থেকে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্য ও হজ সচেতনতা সহ সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বৃহস্পতিবার জলঙ্গির পথের সাথী প্রাঙ্গনে। এদিনের এই সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে ব্লকের প্রায় ৩০০ জন ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ এলাকার পুরোহিতদের শীতবস্ত্র অর্থাৎ কম্বল উপহার দেওয়া হয়। ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের ইমাম সামিদুল ইসলাম আনসারী বলেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইমাম ও মুয়াজ্জিনসহ এলাকার পুরোহিতদের সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয় পাশাপাশি শীতের মৌসুমের কথা মাথায় রেখে তাদের হাতে উপহার হিসাবে কম্বল তুলে দেয়া হয়।। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গি বিধানসভার বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক ইমাম মুয়াজ্জিনের জেলা ইমাম নিজামউদ্দিন বিশ্বাস, ব্লকের বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, মাসুম আলি আহমেদ সহ ব্লকের সমস্ত ইমাম-মুয়াজ্জিন ও পুরোহিত গণেরা।

শাহজাহান অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে, নয়া ‘তথ্য’ কারা মন্ত্রী অখিল গিরির!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: রেশন দুর্নীতির তদন্তে ইডির উপর হামলার নির্দেশ দিয়ে পলাতক উত্তর ২৪ পরগনা জেলাপরিষদের মত্স্য কর্মাধক্ষ্য শেখ শাহজাহান।সে কোথায় আছেন তা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের কারা দপ্তরের মন্ত্রী তথা রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি।তাঁর মন্তব্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য সরগরম। শিল্পনগরী হলদিয়ায় বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তর আয়োজিত শ্রমিক মেলায় এসে এমনই দাবি করলেন মন্ত্রী। শেখ শাহজাহান কোথায় রয়েছে তা বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। এমন বক্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে।যেখানে ইডি ও রাজ্য পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে , কোথাও তার অস্তিত্ব পাচ্ছে না। তার মাঝেই এমন দাবি।চিকিত্সার জন্য বাংলা ছেড়ে অন্যত্র গিয়েছে বলে দাবি করলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী। অখিল গিরি বলেন, “শেখ শাহাজাহান চিকিত্সার জন্য বাইরে গেছে! পুলিশ খুঁজছে। অপরাধীকে ছাড়া হবে না।পুলিশ প্রশাসন হয়তো খুঁজে পাচ্ছেন না কোথাও চিকিত্সার জন্য গেছে। হয়তো অসুস্থ! ছিল কোথায় গেছে সেটা বলতে পারবো না। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নেই। আত্মসমর্পণ করবে কি করবে না, সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয়। আমি তো সব বিষয়টা জানি না। আমার মনে হয়েছে বাইরে কোথাও চিকিত্সার জন্য গেছে। যদি ইডি হাজিরা দিতে বলেন,তাহলে সময় চেয়ে নেবে। রেশন দুর্নীতির তদন্তে ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ শেখ শাহজাহান। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে অভিযানে গেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের ব্যাপক মারধর ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। প্রাণ বাঁচিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে আসেন ইডি আধিকারিকরা। তারপরেই কেন্দ্রীয় সংস্থা শাহাজানকে গ্রেফতার করতে তত্পর,কোথাও শাহজাহানের হদিস পাচ্ছে না।এদিকে শাহজানের বাড়িতে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে।রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমার মতে অখিল গিরি অনেস্ট লোক। সহজ সরল।যা হয় সত্যিই সেটাই বলে দেন।শেখ শাহজাহান যে তৃণমূলের কন্ট্রোলে আছে,সেটা আরেকবার প্রমাণিত হয়ে গেল।’

ই-বাইক শোরুম তুলসীহাটায়

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রিক বাইক শোরুম এর শুভ উদ্বোধন হল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা বাস স্ট্যান্ডে।বৃহস্পতিবার ফিতা কেটে এই বাইক শোরুম এর শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন। রামশিমূল গ্রামের বাসিন্দা তথা টিউশন শিক্ষক মহম্মদ জুনেদ আলি ও কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটোল-চন্ডিপুরা গ্রামের বাসিন্দা তথা ইন্টেরিয়ার ডেকোরেটর বিকাশ সাহা এই ইলেকট্রিক বাইক শোরুমের কর্ণধার।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বারুইপুরে শাটার ভেঙে চুরি সোনার দোকানে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: বুধবার রাতে সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। চুরিতে বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত এক এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। বুধবার গভীর রাতে বারুইপুর থানার অন্তর্গত ধপধপি রেল স্টেশনের পাশেই একটি সোনার দোকানে শাটার ভেঙে চুরি করছিল দুষ্কৃতী দল। আওয়াজ পেয়ে প্রতিবেশীরা বাইরে বেরিয়ে এলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতির দল। দুষ্কৃতীর দলকে পালানোয় বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় ১ জন গ্রামবাসী। সোনার দোকানের মালিক শম্ভু ঘোষ জানান, প্রায় এক কেজি রুপোর গহনা ও ১৫ গ্রাম সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতী দল। যারা আনুমানিক বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।আর এই ঘটনায় এলাকায় রয়েছে চাপা আতঙ্ক।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বারুইপুর থানার পুলিশ।বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ীরা বারুইপুর থানার পুলিশের কাছে টহলদারির দাবি জানিয়েছেন।

মানহানি মামলা করার হুঁশিয়ারি কাউন্সিলরের

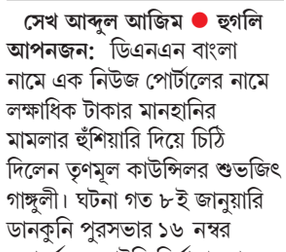

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: ডিএনএন বাংলা নামে এক নিউজ পোর্টালের নামে লক্ষাধিক টাকার মানহানির মামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে চিঠি দিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর শুভজিৎ গাঙ্গুলী। ঘটনা গত ৮ই জানুয়ারি ডানকুনি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেআইনি নির্মাণের খবর পরিবেশন করা হয় স্থানীয় এই নিউজ পোর্টালে। সেই খবর মিথ্যা দাবি করে প্রথমে পুরসভার কাউন্সিলরদের চিঠি দেন ১৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভজিৎ গাঙ্গুলী।

তারপর গ্রিভেন্স সেলেরও দ্বারস্থ হন তৃণমূল কাউন্সিলর। সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পুরসভার সামনে পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখায় ডিজিটাল সাংবাদিকরা। পুর প্রধান হাসিনা শবনমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে দেখেছেন নিয়ম মেনে কাজ হচ্ছে না তাই বেআইনি নির্মাণ বন্ধ রাখা হয়েছে। এরপর বৃহস্পতিবার কাউন্সিলরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে দাবি করে মানহানির মামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল কাউন্সিলর।

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে ও পৌর এলাকার সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভা।

প্রবোধ সরকার
পৌরপ্রধান
অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভা

ম্যান সিটিকে টপকে আয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ

আপনজন ডেস্ক: গত মৌসুমে মাঠের ফুটবলে তেমন সাফল্য পায়নি রিয়াল মাদ্রিদ। স্পেন কিংবা ইউরোপের সেরা হতে পারেনি। তবে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে ঠিকই সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে রিয়াল। ২০২২-২৩ মৌসুমে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আয় করেছে ক্লাবটি। টপকে গেছে গত মৌসুমে ট্রেবল জেতা ম্যানচেস্টার সিটিকে। ক্লাবগুলোর আয়ের র‍্যাংকিংকে বলা হয় 'ডিলোইট মানি লিগ', যেটি করে থাকে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'ডিলোইট'। 'ডিলোইটের মতে, সব ক্লাবের কমার্শিয়াল রাজস্ব ছিল আয়ের মূল উৎস। ২০১৫-১৬ মৌসুমের পর এই প্রথম এই খাত থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করেছে ক্লাবগুলো। তবে সম্প্রচারস্বত্ব খাতে আয় বেড়েছে মাত্র ৫ শতাংশ। তাদের হিসাব অনুযায়ী গত মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের রাজস্ব আয় ৮৩ কোটি ১০ লাখ ইউরো। আগের মৌসুমের চেয়ে ১৬ শতাংশ আয় বেড়েছে রিয়ালের। স্টেডিয়ামে দর্শক বৃদ্ধি ও স্পন্সরশিপ আয় বেড়েছে তাদের, এমনটা জানিয়েছে 'ডিলোইট'। গত মৌসুমের চেয়ে ম্যানচেস্টার সিটির আয় বাড়লেও টপকাতে পারেনি রিয়ালকে। ইংলিশ ক্লাবটির আয় ৮২ কোটি ৬০ লাখ ইউরো। তালিকার তিনে আছে পিএসজি। ফ্রেঞ্চ ক্লাবটির আয় ৮০ কোটি ২০ লাখ ইউরো। গত মৌসুমে লা লিগা জয়ী বার্সেলোনা আছে চতুর্থ স্থানে। কাতালানদের আয় ৮০ কোটি ইউরো। এদিকে মাঠের পারফরম্যান্স তেমন উজ্জ্বল না হলেও তালিকার পাঁচে জায়গা করে নিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ৭৬ কোটি ৬০ লাখ ইউরো আয় তাদের। গত মৌসুমে তিনে থাকা লিভারপুল নেমে গেছে সাতে। এ ছাড়া আয় কমেছে অ্যাতলিতিকো মাদ্রিদেরও। গত দুই মৌসুমে সেরা বিশে ইংল্যান্ডের অন্তত ১০টি ক্লাব জায়গা করে নিয়েছিল, কিন্তু এবার জায়গা পেয়েছে আটটি ক্লাব। বিশের বাইরে ছিটকে গেছে লিস্টার সিটি, লিডস ইউনাইটেড ও এভারটন।

টেস্টে অশ্বিন-জাদেজা জুটির নতুন রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: হায়দরাবাদ টেস্টে ব্যাট হাতে ইংল্যান্ডের দারুণ শুরু। ইনিংসের প্রথম ৮ ওভারে বিনা উইকেটে ৪১। অধিনায়ক রোহিত শর্মা আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলেন না। দুই পেসারকে সরিয়ে বল তুলে দিলেন রবীন্দ্র জাদেজার হাতে। এরপর ডাকলেন আরেক স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। ভারতের মাটিতে অশ্বিন-জাদেজা অধিনায়ককে কখনো খালি হাতে ফিরিয়েছেন কি না, সেটি গবেষণার বিষয়! এবারও পরিচিত দৃশ্যই দেখা গেল। আজ প্রথম দিনে শুরুটা করলেন অশ্বিন। তাঁর বলে এলবিডব্লু হন বেন ডাকেট (৩৫)। আরেক ওপেনার জ্যাক ক্রলিকেও ফেরান অশ্বিন। তাঁর এই ২ উইকেটের মধ্যে তিনে নামা ওলি পোপকে ফেরান জাদেজা। পোপকে ফেরানোর মধ্য দিয়ে নতুন এক রেকর্ডও গড়েছেন অশ্বিন-জাদেজা জুটি। জুটি হিসেবে টেস্টে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড নিজেদের করে নিয়েছেন অশ্বিন-জাদেজা। আগে এই রেকর্ড ছিল অনিল কুম্বলে ও হরভজন সিংয়ের। দুজনের মোট উইকেটসংখ্যা ৫০১। পোপকে জাদেজা আউট করায় অশ্বিন-জাদেজা জুটির উইকেটসংখ্যা দাঁড়ায় ৫০২। ভারতের হয়ে এই তালিকায় ৩ নম্বরে আছেন হরভজন-জহির খান জুটি। তাঁদের উইকেটসংখ্যা ৪৮৪টি। টেস্টে একসঙ্গে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড জেমস অ্যান্ডারসন ও স্টুয়ার্ট ব্রডের। গত বছর জুলাইয়ে ব্রড অবসর নেওয়ার আগে এই জুটি ১৩৮ ম্যাচে নিয়েছেন মোট ১০৩৯ উইকেট। শেন ওয়ার্ন ও গ্লেন ম্যাকগ্রা জুটি ১০৪ টেস্টে ১০০১ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয়। এরপর একটি করে আরও ২টি উইকেট নিয়েছেন জাদেজা-অশ্বিন জুটি। বর্তমানে তাদের উইকেট ৫০৫, প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড তুলতে পেরেছে ২৪৬। ভারতের বিপক্ষে আজ ২৯ রান করে আউট হন জো রুট। তিনি ব্যক্তিগত ২৯ রানে জাদেজার বলে সুইপ খেলতে গিয়ে বুমরার হাতে ক্যাচ দেন। এই ইনিংস খেলার পথে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন রুট। ছাড়িয়ে গেছেন শচীন টেন্ডুলকারকে। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে রুটের রান এখন ২৫৫২, শচীনের ২৫৩৫।

সিরাজবাটি চক্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অভিজিৎ হাজরা ● হাওড়া

আপনজন: ২০২৪ নতুন বছরের প্রথম মাসে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় হাওড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতি, আমতা গ্রাম পঞ্চায়েত ও আমতা স্পোর্টিং ক্লাব এর সহযোগিতায় গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সিরাজবাটি চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়,নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩ সিরাজবাটি চক্র ক্রীড়া সমিতির ব্যবস্থাপনায় আমতা স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত হল। মুখভার করা প্রকৃতি, ঝিরঝিরে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগি ছাত্র - ছাত্রী, অভিভাবক - অভিভাবিকা,শিক্ষক - শিক্ষিকাবৃন্দ এই ক্রীড়া প্রতিযোগীতা সাফল্য মন্ডিত করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে। সিরাজবাটি চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ক্রীড়া সমিতির আহ্বায়ক দীপঙ্কর কোলে বলেন, " সিরাজবাটি চক্রের অধীনে বালিচক, রসপুর, সিরাজবাটি, খড়দহ ১, খড়দহ ২, উদং ১,উদং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়ারা অঞ্চলগতভাবে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম বিভাগে স্থান অর্জন করে ২৫০ জন চক্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, বিভিন্ন মনিষীদের সাজে, পরিবেশ বাঁচানো, সমাজ সচেতনতা মূলক বিভিন্ন বার্তা সম্বলিত পোস্টার সহ এক সুদৃশ্য ট্যাবলো নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগি ছাত্র - ছাত্রী,শিক্ষক - শিক্ষিকাবৃন্দ মাঠ প্রদীক্ষণ করে। ছাত্র - ছাত্রীরা ব্রতচারী নৃত্য পরিবেশন করে। বিভিন্ন বার্তা সম্বলিত পোস্টার সহ সুদৃশ্য ট্যাবলো অভিনবত্বের দাবি রাখে। সিরাজবাটি চক্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন আমতা আমতা ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আদৃতা সমাদ্দার, আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ, আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দীপঙ্কর সাউ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ তুষার কর সিনহা,বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু সেনাপতি, জেলা কনভেনয়ার সুমন্ত সাউ, সিরাজবাটি চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দীপঙ্কর কোলে, ' শিক্ষারত্ন ' পুরষ্কার প্রাপ্ত শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র,ইস্ট সার্কেল কো অডিনেটর আতোষ মুখার্জি, সাংবাদিক অভিজিৎ হাজরা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ডালিতে ছিল ৭৫ মিটার,১০০ মিটার,২০০ মিটার দৌড়,লংজ্যাম্প,হাই জ্যাম্প,যোগা, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষিকাদের পাসিং দ্যা বল । সফল ক্রীড়া প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক - শিক্ষিকা,সহ শিক্ষক - শিক্ষিকাবৃন্দ। সারা দিন ব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ' শিক্ষারত্ন ' পুরষ্কার প্রাপ্ত শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র।

খড়দহে সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৩ বয়স ভিত্তিক ম্যাচ জিতল বানি নিকেতন

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● খড়দহ

আপনজন ডেস্ক: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার খড়দহ প্যারাগন মাঠে সিএবি-র অনুর্ধ-১৩ বয়স ভিত্তিক ম্যাচে জয় লাভ করেছে বানি নিকেতন। টাউন ক্লাবকে ৩ উইকেটে হারিয়ে এই জয় পায় বানি নিকেতন। বুধবার (২৪ জানুয়ারি ২০২৪) বানি নিকেতন টসে জিতে ব্যাটিংয়ে পাঠায় টাউন ক্লাবকে। ১২৬ রানে শেষ হয় টাউন ক্লাবের ইনিংস। জবাবে ৩ উইকেট হাতে রেখে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় বানি নিকেতন। বানি নিকেতনের রিফাক আনজুম লস্কর বোলিংয়ে ৫ উইকেট নিয়ে ও ব্যাটিংয়ে ২৪ রানে করে ম্যাচ সেরা হন। বানি নিকেতনের কর্মকর্তা আবু বক্কার মোল্লা আপনজন প্রতিনিধিকে জানান, এদিন ছিল আমাদের প্রথম ম্যাচ। পরবর্তী ম্যাচেও জয়ের ধারাবাহিকতা ধরতে রাখতে চাই।

কলসুর বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের কলসুর বালিকা বিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো ২৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার উত্তর কলসুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।প্রতিযোগিতার শুরুতে জাতীয় পতাকা এবং বিদ্যালয়ের নিজস্ব পতাকা উত্তোলন করা হয়। ছাত্রীরা মার্চ পাস্টে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।এরপর ছাত্রীরা যোগা প্রদর্শন করে। ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প,মেমরি টেস্ট,স্লো সাইকেল রেস, মিউজিক্যাল চেয়ার,যেমন খুশি সাজ সহ ২০ টি ইভেন্টে ৩০০ জন ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী ছাত্রীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রধান মীরাতুন নাহার, উপপ্রধান বিধান চন্দ্র রায়, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান,স্থানীয় কলসুর হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি ইছানুর মন্ডল, প্রধান শিক্ষক বরুণ কান্তি বালা, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধানা শিক্ষিকা ড. স্নিগ্ধা সিনহা, পরিচালন সমিতির সদস্য হামিদ আলী মন্ডল, পাপিয়া মন্ডল, জহরুল হক সহ বিশিষ্টজনেরা। বিধায়ক রহিমা মন্ডল বলেন, খেলাধূলা আমাদের জীবনের অঙ্গ। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলাও করতে হবে। এতে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে।একজন শিক্ষার্থীর পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা এবং শরীর চর্চার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। এটা সকলের মনে রাখতে হবে।

২২তম ডোমকল মহকুমা স্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জলঙ্গীতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন ডেস্ক: ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ডোমকল মহকুমা স্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। জলঙ্গীর সাগরপাড়া হাই স্কুল মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৪টি ইভেন্টে ১৮২ জন প্রতিযোগী,প্রতিযোগিনি খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। এই খেলা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ আশিষ মার্জিত, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক অর্পনা মন্ডল,জলঙ্গীর বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক,বিডিও সুব্রত মল্লিক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম, জলঙ্গী উত্তর ও দক্ষিণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আমজাদ আলী খান ও মাসুম আলী আহমেদ, সাগরপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অরিজিৎ ঘোষ, জলঙ্গী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৌশিক পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন বেলুন উড়িয়ে,পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে,পতাকা উত্তোলন ও পায়রা উড়িয়ে খেলার শুভ সূচনা হয়। ডোমকল মহকুমার তিনটি বিধানসভার সমস্ত প্রাথমিক,এস এসকে,এমএসকে ও মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীরা খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। ১০০মিটার,২০০ মিটার দৌড়,আলু দৌড়,যোগা,ফুটবল থ্রো,জিমন্যাস্টিক,হাই জাম্প,লং জাম্প খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ আশিষ মার্জিত। এদিন তিনি ছাত্রছাত্রীদের আরো বেশি করে খেলায় অংশগ্রহণের অনুরোধ করেন। চরিত্র গঠনের জন্য খেলাধূলায় অন্যতম মাধ্যম বলে জানান তিনি। পাশাপাশি মোবাইল গেম ছেড়ে খেলার মাঠে এসে খেলার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তিনি নিজ হাতে বেশকিছু ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এদিন শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীদের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এই খেলার আয়োজন করে জলঙ্গী চক্র। সব মিলিয়ে সুন্দর পরিবেশে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হল ২২তম ডোমকল মহকুমা স্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়া হল বিশেষ সংবর্ধনা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস' এর উদ্যোগে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাজ্য স্কুল গেমস ২০২৪'-এ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হয়ে পদক পেয়েছে তাদের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্কুল স্পোর্টস এবং গেমস এর পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার পতিরাম মাঠে (জেলা অ্যাথলেটিক্স মিট-২০২৪) বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্কুল গেমস্ অ্যান্ড স্পোর্টস এর সম্পাদক ভজন কুমার দেব জানান, 'প্রতিযোগীরা বিভিন্ন বিষয়ে ভালো ফল করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। সেই কারণে এদের আমরা সামান্য উপহার দিয়ে সম্মান জানানোর চেষ্টা করেছি। এছাড়াও এদের সঙ্গে কোচদের ভূমিকাও যথেষ্ট। সেই কারণে ভলিবল কোচ কিরণ মাহাতো এবং ম্যানেজার গোবিন্দ বিশ্বাস , ব্যাডমিন্টন কোচ প্রদীপ পাল এবং দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের কোচ দিবাকর মন্ডল কে আমরা সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে আনন্দিত ।' এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ডো এসোসিয়েশনের সম্পাদক দিবাকর মন্ডল বলেন - 'দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের ছাত্রী মিতালী মালিকে রাজ্য স্কুল তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতা ২০২৪-এ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হয়ে স্বর্ণ পদক জয় লাভের জন্যে বিশেষ সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। এই রকমভাবে উৎসাহ পেলে আমাদের জেলার ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত হবে। ফলে জেলায় সবরকম খেলাধুলার মান আরও উন্নত হবে।'

পুরসায় ফুটবল খেলার ফাইনালে উঠল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে জয়ী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। এদিন তারা বর্ধমান লোকো কোচিং সেন্টারের মুখোমুখি হয়। খেলার প্রথম অর্ধে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলোয়াড় আশুতোষ সরেন ২২ মিনিটের মাথায় একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে ৪৫ মিনিটে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড় সৌভিক কোলে আরও একটি গোল করে। ফলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। খেলার ৪৮ মিনিটে বর্ধমান লোকো কোচিং সেন্টারের খেলোয়াড় তুহিন নস্কর একটি গোল পরিশোধ করেন। এরপরই খেলা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেন দর্শকরা। ঠিক ৫২ মিনিটে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড় সুখেন মান্ডি ম্যাচের তৃতীয় গোলটি করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। খেলায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ৩-১ গোলে জয়লাভ করে ফাইনাল পৌঁছায়। ম্যাচের সেরা হন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড় সুখেন মান্ডি।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে সুনাম অর্জন নবপল্লী বিদ্যাবিথী হাই স্কুলের

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া ব্লকের নবপল্লী বিদ্যাবিথী হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া মুখী করতে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এ দিন বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । একাধিক অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টের পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন মজাদার প্রতিযোগিতা রাখা হয় । যার মধ্যে যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা ছিল চোখে পড়ার মত । ছাত্রছাত্রীরা তাদের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে রোবট এবং লুপ্তপ্রায় খেজুর গাছের মাধ্যমে তাদের অভিনব প্রদর্শনী দর্শকদের মন কাড়ে। এ দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ এসিএবি'র কনভেনার ইসমাইল সরদার। তিনি ক্রীড়া ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরণের পথ দেখাতে বিভিন্ন পরামর্শের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠমুখী হওয়ার আহ্বান জানান। মোবাইলের ব্যবহার কমিয়ে প্রত্যহ বিভিন্ন খেলার অনুশীলন করার কথা বলেন। আগামী দিনে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে যদি কোন সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে এসিএবি'র পক্ষ থেকে যথাযথ সহায়তার আশ্বাস দেন ইসমাইল বাবু। রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের ক্রীড়া ক্ষেত্রে নবপল্লী বিদ্যাবিথী হাই স্কুলের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রঞ্জন কুমার দাস এবং পরিচালন সমিতির সভাপতি শাহাবুদ্দিন মন্ডলরা জানান একাদশ শ্রেণির সায়নী দাস খো খো প্রতিযোগিতায় এবছর জাতীয় স্তরে সাফল্য লাভ করেছে যা বিদ্যালয়ের গর্বের। বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের ওই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য সোমা বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রিঙ্কু ঘোষ, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পুষ্প বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque